সারমর্ম ও সারাংশ

প্রাথমিক আলোচনা

সংজ্ঞা ঃ কোন লেখা ছোট আকারে প্রকাশ করার নামই সারমর্ম বা সারাংশ। মূল রচনা থেকে অনাবশ্যক ও বাহুল্য কথা বাদ দিয়ে আসল কথাটিকে নতুনভাবে রূপ দেওয়া যায়। তখন মূল রচনার যুক্তি, উদাহরণ, উপমা, অলঙ্কার প্রভৃতি পরিহার করলে বক্তব্যের প্রকৃত চেহারাটি ধরা পড়ে। সংক্ষেপ করা রচনার এই অবস্থাটি কবিতার হলে সারমর্ম এবং গদ্যের হলে সারাংশ বলে সাধারণত অভিহিত করা চলে।

বৈশিষ্ট্য ঃ সারমর্ম বা সারাংশের মধ্যে রচনার মূল কথাটি ধরা পড়ে। সাহিত্যসৃষ্টি— তা কবিতাই হোক বা গদ্যই হোক তার আড়ালে লেখকমনের যে অভিজ্ঞতাটি নিহিত থাকে তা যথাযথ বের করে আনাই সারমর্ম বা সারাংশের কাজ। কল্পনার উচ্ছ্বসিত প্রকাশের আড়ালে, উপমা-অলঙ্কারে আচ্ছাদিত বাণীভঙ্গির মধ্যে যে তত্ত্বটি লুকিয়ে থাকে তাকে খুঁজে বের করা হয় সারমর্ম বা সারাংশের সহায়তায়। ফলে পাঠক বাহুল্য পাঠ থেকে রেহাই পায়। তত্ত্বের সন্ধানে আর ভাষার আভরণ হাতড়ে ফিরতে হয় না।

কবি-সাহিত্যিকগণ যখন তাঁদের সাহিত্যের রচনাকে যথার্থ সৃষ্টি করে তোলেন তখন মূল কথাটি রসমধুর করে প্রকাশ করেন। অপরের মনে আকর্ষণীয়তা সৃষ্টির জন্য উপমা অলঙ্কার ব্যবহার করা হয়। মূল তত্ত্বটিকে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য করার জন্য যুক্তি আর দৃষ্টান্ত সংযোজন করা হয়। ফলে মূল বক্তব্যের গায়ে লাগে রসের প্রলেপ। ওজনে তখন তা ভারী হয়ে ওঠে। ফুটে ওঠে তার সৌন্দর্য। তখন তার আসল চেহারা খুঁজে পাওয়া কঠিন। সারমর্ম বা সারাংশ লেখকের কাজ হল সেই আসল চেহারাটা খুঁজে বের করা। মানুষ সাজসজ্জা প্রসাধনী ব্যবহার করে যেমন নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করে, লেখকেরাও তেমনি তাঁদের সৃষ্টিকে বাহুল্য প্রসাধনীতে পাঠকের মন জয় করার কাজে লাগান। তেমন দরকারী নয় এমন অংশ বাদ দিয়েই সারমর্ম বা সারাংশ দিয়ে আসলকে চিনতে হয়। ফলে পাঠক আসল কথাটি খুঁজে পেয়ে তা তার কাজে লাগায়।

প্রয়োজনীয়তা ঃ সারমর্ম বা সারাংশের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বক্তব্যের আসল কথাটি জানার জন্য সাধারণত মানুষ আগ্রহী। আর আসল কথা জেনে যেখানে কাজ চলে সেখানে অতিরিক্ত কথা বলার দরকার পড়ে না। কবি বা সাহিত্যিকগণ তাঁদের রচনাকে আকর্ষণীয় করার জন্য অথবা নিজেদের খেয়াল খুশিমত বাহুল্য উপমা অলঙ্কারে, যুক্তিতে, উদাহরণে সাজিয়ে দেন। এ ক্ষেত্রে পাঠকের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করতে হয়। তার সময়ের সমস্যাও আছে। আছে মনমানসিকতা ও পরিবেশের ব্যাপার। তাই বড় বড় কথা, বেশি বেশি বাক্য ছোট করার মধ্যেই তার সার্থকতা প্রমাণ করে। বেশি পড়া বা বেশি শোনার অত্যাচার থেকে পাঠক রেহাই পেতে চায়। সাহিত্যের কথা বাদ দিয়েও দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় লেখালেখি, অফিস-আদালতের কাজকর্মে এই ধরনের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের উপযোগিতা অনেক বেশি। মানব জীবনে এমন অনেক ঘটনা থাকে যা বিশেষ পরিবেশে ছোট করে বলা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এসব কারণে সারমর্ম বা সারাংশ লেখাজাতীয় কাজটির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সারমর্ম বা সারাংশের সাথে পাঠকের সম্পর্ক শুধু প্রয়োজনের। বাস্তবতার নিরিখে তা বিচার্য।

প্রতিশব্দ ঃ সারমর্ম বা সারাংশ কথাটি বোঝানোর জন্য কতিপয় প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়। মর্মার্থ, ভাবার্থ, সারসংক্ষেপ, সারকথা প্রভৃতি শব্দ এই পর্যায়ে উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব শব্দের অর্থের দিক থেকে সূক্ষ্ম কিছু পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। তা আকারের দিক থেকেও হতে পারে, আবার ভাবের দিক থেকেও হয়ত পার্থক্য নির্ণয় সম্ভব। তবে কবিতার বেলায় সারমর্ম এবং গদ্যের বেলায় সারাংশ কথাগুলো ব্যবহার করলে এর উদ্দেশ্য মোটামুটিভাবে সফল হতে পারে। ইংরেজিতে একই উদ্দেশ্যে Summary, Substance ও Precis— এই তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করে এদের স্বরূপ নির্ধারণ করা কঠিন। তবে Summary বলতে মূল অংশের অর্ধেক, Substance বলতে এক-তৃতীয়াংশ এবং Precis বলতে শিরোনামযুক্ত এক-চতুর্থাংশ আকার দেওয়া বোঝায়। তবে সব ক্ষেত্রেই বক্তব্যের সংক্ষিপ্তকরণের প্রতিই দৃষ্টি রাখা হয়।

আকার ঃ সারমর্ম বা সারাংশ লেখার বেলায় আকারের বিষয়টি বিবেচনায় আসতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে কবিতার সংক্ষিপ্ত আকারের মধ্যে অনেক বড় তত্ত্বকথা লুকিয়ে থাকতে পারে। কবির রচনায় বাহুল্য কথার অবকাশ কম।

গদ্যের ক্ষেত্রে আকারের একটা সাধারণ নীতিমালা গৃহীত হতে পারে। সারাংশের আকার মূল রচনার তিন ভাগের এক ভাগ হলেই চলে। আকারের বাধ্যবাধকতা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, যত বেশি প্রয়োজন মূল বক্তব্যের যথাযথ প্রকাশ। সারমর্ম বা সারাংশ লেখার বেলায় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে বক্তব্যের মূল তত্ত্বটি সহজ সরলভাবে প্রকাশ পেয়েছে কি না।

লেখার পদ্ধতি ঃ সারমর্ম বা সারাংশ লেখার বিশেষ পদ্ধতি বা কৌশল সম্পর্কে অবহিত থাকা দরকার। বলা বাহুল্য, অধিকতর চর্চার ওপর ভাল লেখার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। সেজন্য কিভাবে সারমর্ম বা সারাংশ লেখার চর্চা করতে হবে সে সম্পর্কে কিছু পরামর্শ দেওয়া হল ঃ

১. সারমর্ম বা সারাংশ লেখার জন্য নির্ধারিত অংশটি বারবার পড়ে এর মূল কথাটি জানতে হবে এবং বাহুল্য উপমা, অলঙ্কার, উদাহরণ ইত্যাদি চিহ্নিত করতে হবে। বক্তব্য বিষয়টি না বুঝে অনুমানের ওপর নির্ভর করা চলবে না।

২. বক্তব্যটি বুঝে নিয়ে কেন্দ্রীয় ভাবটি পৃথক করতে হবে এবং অপ্রধান অংশগুলো বাদ দিতে হবে। অপ্রয়োজনীয় কথাগুলো বাদ দিয়ে আসল কথাটা লিখতে হবে।

৩. সারমর্মে বা সারাংশে ভাবের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। তেমনি প্রয়োজনীয় অংশও বাদ দেওয়া যাবে না।

৪. মূলে সংলাপের ভাষা থাকলে প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে। উত্তম ও মধ্যম পুরুষ বদল হবে প্রথম পুরুষে।

৫. বক্তব্যের বর্ণনায় বিশেষণ, রূপক, উপমা, উদাহরণ, অলঙ্কার ইত্যাদি থেকে মূল কথাটিকে মুক্ত করতে হবে।

৬. মূল কথার বাইরে কিছু লেখা যাবে না। বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্য যুক্তি, উপমা, রূপক, অলঙ্কার নতুনভাবে সংযোজন করা যাবে না।

৭. মূল বিষয়ের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে সারমর্ম বা সারাংশ লিখতে হবে। কাহিনী থাকলে তার সংক্ষিপ্ত রূপ লেখা দরকার। বক্তব্যের সূত্র ক্রম অনুসারে লিখতে হবে।

৮. কোন রূপক বা সাংকেতিক বিষয় থাকলে তার তত্ত্বকথা বের করতে হবে।

৯. কোন শব্দের অর্থ সরাসরি বোঝা না গেলে তার আশেপাশের বক্তব্য থেকে তার তাৎপর্য ধারণা করে নিতে হবে।

১০. সারমর্ম বা সারাংশ লেখার সময় ভাষা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। ভাষা হবে মূলের অনুগামী। তবে সহজবোধ্যতাই হবে ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সহজ সরল ভাষায় সবার বোঝার উপযোগী করে লেখাই সবচেয়ে ভাল।

১১. লেখাটিতে যাতে মৌলিক রচনার স্বাদ থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১২. সারমর্ম বা সারাংশ লেখার আকার সম্পর্কে সচেতন থাকা আবশ্যক। লেখাটি যেন মূলের অনুপাতে খুব ছোট বা বেশি বড় না হয়ে যায়। মূলের তিন ভাগের এক ভাগ হলেই চলবে। তবে আকারের দিকটাই একমাত্র বিবেচ্য নয়। মূল ভাবটি যথাযথ সংক্ষিপ্ত আকারে সহজভাবে প্রকাশ পেয়েছে কি না তা বিবেচনার বিষয়।

শেষ কথা ঃ দৈনন্দিন কর্মময় জীবনে সারমর্ম বা সারাংশ লেখার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও ছাত্রছাত্রীদের জন্য শ্রেণীকক্ষই এর চর্চার উপযুক্ত ক্ষেত্র। পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়নের সময় পরীক্ষার্থীর সামনে যেভাবে সারাংশ লেখন উপস্থাপিত হয় তার জন্য পর্যাপ্ত সময়ের অভাব ঘটে। চিন্তা-ভাবনা করে ধীরে সুস্থে লেখার সেখানে সুযোগ নেই। তাই আগেভাগেই অনুশীলন করে এ ব্যাপারে দক্ষ হয়ে উঠতে হবে। সে কারণে প্রচুর আদর্শ নমুনা সংযোজন করা হয়। ছাত্রছাত্রীরা স্বাধীনভাবে যাতে আরও চর্চার পর্যাপ্ত সুযোগ পেতে পারে সেজন্য কিছু সংখ্যক নির্বাচিত অংশের অনুশীলনী দেওয়া হল।

সারমর্ম লেখার কিছু আদর্শ

১

বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু ॥

সারমর্ম ঃ মানুষ বহু সময় ও অর্থ ব্যয় করে, কষ্ট স্বীকার করে দূরের পর্বত আর সাগরের সৌন্দর্য দেখতে যায়। কিন্তু ঘরের আঙিনায় ধানের শিষে শিশির বিন্দুর অপূর্ব সৌন্দর্য তার চোখে পড়ে না। আসলে সহজে উপভোগ্য সৌন্দর্য উপেক্ষিত থাকে।

২

সন্ধ্যার আলো লেগেছে নয়নে, স্পন্দিত প্রাণ মন;
চলিতে দীঘির কিনারে কাঁপিছে জানু ঘিরি তৃণ বন।
ঘুমের নিভৃতে নিশ্বাস পড়ে; হংস ফিরিছে ঘরে,
শাবকেরা তার ঘিরিয়া চলেছে, ডানা হতে জল ঝরে।
সহসা শুনিনু কর্ণ তুলিয়া হংস কহিছে ডাকি,
"চঞ্চুতে ধরা রেখেছে যে ধরি, আমারি মত সে পাখি,—
মরাল সে জন মরণ রহিত রহে সে গগন পরে
পাখা ঝাড়িলে সে বৃষ্টি পড়ে গো, চাহিলে জ্যোৎস্না ঝরে।"
আগু বাড়ি যাই, শুনিবারে পাই— পদ্ম কহিছে সরে,
"সৃজন পালন করে যে, আপনি আছে সে বৃন্ত ভরে।
আপনার ছাঁচে মোরে সে গড়েছে; 'জগৎ' যাহারে বলে—
সে তো সেই মহাপদ্মের দলে হিমকণা টলটলে।"

সারমর্ম ঃ প্রত্যেক সৃষ্টিই তার নিজের ধ্যানধারণা অনুসারে স্রষ্টার কল্পনা করে। হাঁস মনে করে বিধাতা হাঁসের মতই ঠোঁটে পৃথিবী ধরে আছে। পদ্মের মতে বিধাতা মহাপদ্মের পাপড়িতে টলটলে হিমকণার মতই বিশ্বকে ধারণ করে আছেন। স্রষ্টার ধারণায় সবাই নিজেকে প্রতিফলিত করে।

৩

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি
প্রণাম আমার কোনখানে যায় থামি—
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে।
অহংকার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফেরো
রিক্তভূষণ দীনদরিদ্র সাজে
সবাব পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে।
ধনে মানে যেথায় আছে ভরি
সেথায় তোমার সঙ্গ আশা করি—
সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গিহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে।

সারমর্ম ঃ সবার পেছনে পড়া সর্বহারা দীনহীনদের মাঝে বিধাতা বিরাজ করেন। যেখানে মানুষের অপমান সেখানে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো যায় না। ঐশ্বর্যের মাঝে বিধাতাকে পাওয়া যায় না। তাঁকে দীনদরিদ্রের মাঝে, তাঁর সঙ্গ দুঃখী আর অবহেলিতের সাথে পাওয়া যায়।

৪

দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ
ব্যথা নাহি পায় কোন, তারে দণ্ড দান

প্রবলের অত্যাচার। যে দণ্ড বেদনা
পুত্রেরে পারনা দিতে, সে কারেও দিওনা।
যে তোমার পুত্র নহে, তারও পিতা আছে,
মহাঅপরাধী হবে তুমি তার কাছে।

সারমর্ম ঃ দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি দণ্ডদাতা বিচারক সহানুভূতিশীল হলে সে বিচার হয় যথার্থ। কারণ অপরাধ ঘৃণার যোগ্য, অপরাধী নয়। দণ্ডদানের উদ্দেশ্য অপরাধীর সংশোধন। সে উদ্দেশ্যে স্নেহশীল মন নিয়ে দণ্ডদানের মাধ্যমে সংশোধনের সুযোগ দিতে হবে।

৫

তোমার মাপে হয়নি সবাই
তুমিও হওনি সবার মাপে,
তুমি মর কারো ঠেলায়
কেউ-বা মরে তোমার চাপে।
তবু ভেবে দেখতে গেলে
এমনি কিসের টানাটানি,
তেমন করে হাত বাড়ালে
সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।
আকাশ তবু সুনীল থাকে,
মধুর ঠেকে ভোরের আলো—
মরণ এলে হঠাৎ দেখি
মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো।
যাহার লাগি চক্ষু বুজে
বহিয়ে দিলেম অশ্রুসাগর
তাহারে বাদ দিয়েও দেখি
বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।
মনেরে তাই কহ যে,—
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

সারমর্ম ঃ জীবনে ভাল মন্দ যাই ঘটুক তাকে সত্য মনে করে সহজভাবে নিতে হবে। তাতেই আসল সুখ। সংসারে সবাই সমান নয়, সবাই এক মানসিকতারও নয়। তাই দুঃখকে সহজভাবে সহ্য করে সুখের খোঁজ করতে হবে। অনেক কিছু ছাড়াই জীবন চলে। সেভাবেই সুখের উপভোগ করা দরকার।

৬

হউক সে মহাজ্ঞানী মহা ধনবান,
অসীম ক্ষমতা তার অতুল সম্মান,
হউক বিভব তার সম সিন্ধু জল,
হউক প্রতিভা তাব অক্ষুণ্ন উজ্জ্বল,
হউক তাহার বাস রম্য হর্ম্য মাঝে,
থাকুক সে মণিময় মহামূল্য সাজে,
হউক তাহার রূপ চন্দ্রের উপম,
হউক বীরেন্দ্র সেই যেন সে রোস্তম,
শত শত দাস তার সেবুক চরণ,
করুক স্তাবকদল স্তব সংকীর্তন।
কিন্তু যে সাধেনি কভু জন্মভূমি হিত,
স্বজাতির সেবা যেবা করেনি কিঞ্চিৎ,
জানাও সে নরাধমে জানাও সত্বর
অতীব ঘৃণিত সেই পাষণ্ড বর্বর।

সারমর্ম ঃ নিজের দেশের প্রতি ভালবাসাহীন মানুষ অধম বলে বিবেচনার যোগ্য। জ্ঞান, সম্মান, সম্পদের অধিকারী হয়ে, বিলাসবহুল জীবন যাপন করে, খ্যাতির শিখরে উঠলেও দেশপ্রেমহীন মানুষ পাষণ্ড ও বর্বর হিসেবেই ঘৃণিত হয়ে থাকে।

৭

ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোক সনে
দেশে দেশান্তরে; উষ্ট্রদুগ্ধ করি পান
মরুতে মানুষ হই আরব সন্তান
দুর্দম স্বাধীন, তিব্বতের গিরিতটে
নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরী মাঝে, বৌদ্ধ মঠে
করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসিক
গোলাপ কাননবাসী তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশি দিনমান
কর্ম-অনুরত,— সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে।

সারমর্ম ঃ বিশাল বিশ্বে বিচিত্র মানব জাতির মধ্যে বৈচিত্র্যধর্মী আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটছে। দেশে দেশে মানব জাতির ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন গুণাবলীর মধ্যে স্বজাতির মত বাস করতে পারলেই মানব জীবন উপভোগ্য হত। সবার আনন্দের স্বাদ এক জীবনে গ্রহণের মধ্যেই সার্থকতা বিরাজিত।

৮

সকলে আমার কাছে যত কিছু চায়
সকলেরে আমি তাহা পেরেছি কি দিতে!
আমি কি দিইনি ফাঁকি কত জনে হায়
রেখেছি কত না ঋণ এই পৃথিবীতে।
আমি তবে কেন বকি সহস্র প্রলাপ,
সকলের কাছে চাই ভিক্ষা কুড়াইতে
একতিল না পাইলে দিই অভিশাপ,
অমনি কেন রে বসি কাতরে কাঁদিতে।
হা ঈশ্বর, আমি কিছু চাহি নাকো আর,
ঘুচাও আমার এই ভিক্ষার বাসনা।
মাথায় বহিয়া লয়ে চির ঋণভার
'পাইনি, পাইনি' বলে আর কাঁদিবনা।
তোমারেও মাগিবনা, অলস কাঁদনি;
আপনারে দিলে তুমি আসিবে আপনি।

সারমর্ম ঃ প্রত্যেক মানুষের চাওয়ার সাথে সাথে দেওয়ার প্রশ্নটি জড়িত। পরের উপকারে লাগা গেল না, অথচ নিজের কল্যাণ চাই এমন ইচ্ছা সঠিক নয়। তাই দানে নিজের ব্যর্থতার কথা মনে রেখে পাওয়ার আশা ত্যাগ করতে হবে। পরের মঙ্গল করলেই নিজের মঙ্গল আশা করা যায়।

৯

হাস্য শুধু আমার সখা ? অশ্রু আমাব কেহই নয় ?
হাস্য করেই অর্ধজীবন করেছি তো অপচয়!
চলে যা রে সুখের রাজ্য, দুঃখের রাজ্য নেমে আয়,
গলা ধরে কাঁদতে শিখি গভীর সহবেদনায়।
সুখের সঙ্গ ছেড়ে করি দুঃখের সঙ্গে বসবাস—
ইহাই আমার ব্রত হউক, ইহাই আমার অভিলাষ।
যেথায় ক্লান্তি যেথায় ব্যাধি, যন্ত্রণা ও অশ্রুজল,
ওরে তোরা হাতটি ধরে আমায় সেথা নিয়ে চল।
পরের দুঃখে কাঁদতে শেখা তাহাই শুধু চরম নয়,
মহৎ দেখে কাঁদতে জানা— তবেই কাঁদা ধন্য হয়।

সারমর্ম ঃ বেদনাকাতর মানুষের জন্য সমবেদনা জানানোর মধ্যে জীবনের সার্থকতা নিহিত। তাই আনন্দ পরিহার করে বেদনাসিক্ত জীবন যাপন করতে হবে। সেজন্য দীনদুঃখীর প্রতি সহানভূতিশীল হওয়া দরকার। মহৎ জীবনের দৃষ্টান্ত দেখে পরের দুঃখে কেঁদে জীবন ধন্য করতে হবে।

১০

যেখানে এসেছি আমি, আমি সেথাকার,
দরিদ্র সন্তান আমি দীন ধরণীর।
জন্মাবধি যা পেয়েছি সুখ-দুঃখভার
বহু ভাগ্য বলে তাই করিয়াছি স্থির।
অসীম ঐশ্বর্যরাশি নাই তোর হাতে
হে শ্যামলা সর্বসহা জননী মৃন্ময়ী।
সকলের মুখে অন্ন চাহিস জোগাতে,
পারিস নে কত বার,—কই অন্ন কই
কাঁদে তোর সন্তানেরা ম্লান শুষ্ক মুখ;—
জানি মাগো, তোর হাতে অসম্পূর্ণ সুখ,
যা-কিছু গড়িয়া দিস ভেঙে ভেঙে যায়,
সব তাতে হাত দেয় মৃত্যু সর্বভুক,
সব আশা মিটাইতে পারিস নে হায়
তা বলে কি ছেড়ে যাব তোর তপ্ত বুক?

সারমর্ম ঃ পৃথিবীর বুকে মানুষের জন্ম। তাই মানুষ পৃথিবীকে নিবিড়ভাবে ভালবাসে। পৃথিবীর জীবনে দুঃখ আছে, অভাব-অনটন আছে। সবার মুখে অন্ন জোগানোর ক্ষমতা তার নেই। তবু তাকে ছেড়ে যেতে মানুষের মন কখনই আগ্রহী নয়।

১১

যাক বান ডেকে যাক বাইরে এবং ঘরে,
আর নাচুক আকাশ শূন্য মাথার পরে,
আসুক জোরে হাওয়া ;

এই আকাশ মাটি উঠুক কেঁপে কেঁপে,
শুধু ঝড় বয়ে যাক মরা জীবন ছেপে,
বিজলী দিয়ে হাওয়া।
আয় ভাইবোনেরা ভয় ভাবনাহীন
সেই বিজলী দিয়ে গড়ি নূতন দিন।
আয় অন্ধকারের বন্ধ দুয়ার খুলে
বুনো হাওয়ার মত আয়রে দুলে দুলে
গেয়ে নূতন গান।
যত আবর্জনা উড়িয়ে দেরে দূরে,
আজ মরা গাঙের বুকে নূতন সুরে
ছড়িয়ে দেরে প্রাণ।

সারমর্ম ঃ চারদিকে ধ্বংসের সমাবেশ। পুরানো জীবনে ঝড় এসে সব জঞ্জাল উড়িয়ে নিতে চায়। এ অবস্থায় নতুন করে সব গড়ে তুলতে হবে। আঁধার পেছনে ফেলে আলোর জগৎ সৃষ্টি করতে হবে। প্রাণের তারুণ্য সৃষ্টি করবে নতুন জীবন।

১২

আমরা সিঁড়ি,
তোমরা আমাদের মাড়িয়ে
প্রতিদিন অনেক উঁচুতে উঠে যাও,
তারপর ফিরে তাকাওনা পিছনের দিকে
তোমাদের পদধূলি ধন্য আমাদের বুক
পদাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় প্রতিদিন—
তোমরাও তা জানো,
তাই কার্পেটে মুড়ে রাখতে চাও আমাদের বুকের ক্ষত
ঢেকে রাখতে চাও তোমাদের অত্যাচারের চিহ্নকে
আর চেপে রাখতে চাও পৃথিবীর কাছে
তোমাদের গর্বোদ্ধত, অত্যাচারী পদধ্বনি।
তবু আমরা জানি,
চিরকাল আর পৃথিবীর কাছে
চাপা থাকবে না
আমাদের দেহে তোমাদের এই পদাঘাত।
আর সম্রাট হুমায়ূনের মত
একদিন তোমাদেরও হতে পারে পদস্খলন॥

সারমর্ম ঃ সমাজের দীনহীন মানুষকে সিঁড়ির মত ব্যবহার করে অত্যাচারীরা ওপরে ওঠে। কার্পেটে মোড়া সিঁড়ির মতই দুঃখী মানুষের বেদনা গোপন রাখা হয়। কিন্তু অত্যাচারীর আচরণ একদিন প্রকাশ হয়ে পড়বেই। তখন অত্যাচারীর বিনাশ ঘটবে।

১৩

কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই, আকাশপাতাল জুড়ে
কে তুমি ফিরিছ বনে জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড়-চূড়ে ?
হায় ঋষি দরবেশ,
বুকের মাণিকে বুকে ধরে তুমি খোঁজ তারে দেশ দেশ।
সৃষ্টি রয়েছে তোমা পানে চেয়ে তুমি আছ চোখ বুঁজে,
স্রষ্টারে খোঁজো— আপনারে তুমি আপনি ফিরিছ খুঁজে।
ইচ্ছা-অন্ধ! আঁখি খোলো, দেখ দর্পণে নিজ কায়া,
দেখিবে তোমারি সব অবয়বে পড়েছে তাঁহার ছায়া।
সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি,
আমারে দেখিয়া আমার অদেখা জন্মদাতারে চিনি।

সারমর্ম ঃ বিধাতার খোঁজে মানুষ নিজের দিকে না তাকিয়ে সংসার ছেড়ে বাইরে যেতে চায়। কিন্তু বিধাতার অস্তিত্ব লুকিয়ে আছে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে, মানুষের মধ্যে। তাই দৃষ্টির বিভ্রম কাটিয়ে মানুষের দিকেই তাকাতে হবে এবং মানুষের মাঝেই স্রষ্টার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে হবে।

১৪

সন্ধ্যা যদি নামে পথে, চন্দ্র যদি পূর্বাচল কোণে
না হয় উদয়,
তারকার পুঞ্জ যদি নিভে যায় প্রলয় জলদে
না করিব ভয়।
হিংস্র ঊর্মি ফণা তুলি, বিভীষিকা মূর্তি ধরি যদি
গ্রাসিবারে আসে,
সে মৃত্যু লঙ্ঘিয়া যাব সিন্ধু পারে নবজীবনের
নবীন আশ্বাসে।

সারমর্ম ঃ জীবনের সামনে আঁধার রাত ঘনিয়ে এলে পূর্বাকাশে আলোর রেখা না থাকলে, অন্ধকার আকাশ, হিংস্র সাগর যদি জীবনের যাত্রাকে সংকটাপন্ন করে তোলে, তুবও মৃত্যুকে অতিক্রম করে নতুন জীবনের জন্য এগিয়ে যেতে হবে।

১৫

কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।
রিক্ত যারা সর্বহারা, সর্বজয়ী বিশ্বে তারা,
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।
আমরা সুখের স্ফীত বুকের ছায়ার তলে নাহি চরি।
আমরা দুঃখের বক্রমুখের চক্র দেখে ভয় না করি।
ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য,
ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে ভিন্ন করব নীলাকাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥

সারমর্ম ঃ ভাগ্যে দুঃখ-দুর্দশা যাই থাকুক না কেন হাসিমুখে তা জয় করতে হবে। রিক্ত জীবনেই সকল বেদনা জয় করা যায়। ভাঙা অবস্থা থেকেই নতুন জীবনের বিকাশ ঘটে। তাই অদৃষ্টের লেখন হাসিমুখে উপেক্ষা করা কর্তব্য।

১৬

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ,
'সুখ' 'সুখ' করি কেঁদোনা আর;
যতই কাঁদিবে যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

সারমর্ম ঃ পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করতে পারলেই যথার্থ সুখ। নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পরের সুখের জন্য কাজ করা দরকার। নিজের দুঃখের কথা ভাবলে দুঃখ বাড়ে। এ জগতে নিজের জন্য কেউ আসেনি, সকলের মঙ্গলের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করলেই জীবন সার্থক।

১৭

আসিতেছে শুভ দিন,—
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ।
হাতুড়ি-শাবল-গাঁইতি চালায়ে ভাঙ্গিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দুপাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে সেবিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।
তুমি শুয়ে রবে তেতলার পরে, আমরা রহিব নিচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে।
সিক্ত যাদের সারা দেহ-মন মাটির মমতা-রসে,
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে।
তারি পদরজ অঞ্জলি করি মাথায় লইব তুলি,
সকলের সাথে পথে চলি যার পায়ে লাগিয়াছে ধূলি।

সারমর্ম ঃ দীনহীন শ্রমজীবী মানুষকে বঞ্চিত করে স্বার্থান্বেষী মানুষ যেভাবে ঋণগ্রস্ত হয়েছে তা এবার অবশ্যই শোধ করতে হবে। দরিদ্র মানুষের সেবায় ধনীদের সুখে থাকার দিন শেষ হয়েছে। এবার তাদের সাথে, তাদের নেতৃত্বে চলার সময় এসেছে।

১৮

দুঃখী বলে,—'বিধি নাই, নাহিক বিধাতা;
চক্রসম অন্ধ ধরা চলে।'
সুখী বলে,—' কোথা দুঃখ, অদৃষ্ট কোথায়?
ধরণী নরের পদতলে।'
জ্ঞানী বলে,—'কার্য আছে, কারণ দুর্জ্ঞেয়;
এ জীবন প্রতীক্ষা কাতর।'
ভক্ত বলে,— 'ধরণীর মহারসে সদা
ক্রীড়ামত্ত রসিক শেখর।'
ঋষি বলে,—'ধ্রুব তুমি, বরেণ্য ভূমান।'
কবি বলে,— 'তুমি শোভাময়।'
গৃহী আমি,—' জীবযুদ্ধে ডাকি হে কাতরে,
দয়াময় হও হে সদয়।'

সারমর্ম ঃ বিধাতার সৃষ্ট মানুষ বৈচিত্র্যময় জীবনের অধিকারী। তারা বিধাতাকে নিজস্ব দৃষ্টিতে দেখে থাকে। সুখী-দুঃখী, জ্ঞানী, ভক্ত, ঋষি, কবি, গৃহী সবাই নিজের জন্য বিশেষ বিশেষ মনোভাব নিয়ে স্রষ্টাকে স্মরণ করে।

১৯

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই—
তার মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই,
সন্ধান লব বুঝিয়া;
ঘরে ঘরে আছে পরম আত্মীয়,
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া!

সারমর্ম ঃ বিশ্বের মানুষ মিলনের বাঁধনে আবদ্ধ। তাই যে ঘরে যে দেশে যেখানেই মানুষ যাক না কেন, সেখানেই সে অপরের আত্মীয় হয়ে ওঠে। মানুষে মানুষে এই সম্প্রীতির বন্ধন খুঁজে বের করতে হবে। তাহলেই মানব জীবন হবে সুখকর।

২০

কহিল গভীর রাত্রে সংসার বিরাগী,
"গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্ট-দেব লাগি।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে!"
দেবতা কহিলা, "আমি।" শুনিল না কানে।
সুপ্তিমগ্ন শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল, "কে তোরা, ওরে মায়ার ছলনা।"
দেবতা কহিলা, "আমি"। কেহ শুনিল না।
ডাকিল শয়ন ছাড়ি, "তুমি কোথা, প্রভু!"
দেবতা কহিলা, "হেথা"। শুনিল না তবু।
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি,
দেবতা কহিলা, "ফির"। শুনিল না বাণী।
দেবতা নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, "হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়!"

সারমর্ম ঃ সংসার ছেড়ে বিধাতার দেখা পাওয়া যায় না, সংসারের শত সম্পর্কের মাঝেই তাঁর অস্তিত্ব বিদ্যমান। সন্তান-স্ত্রী-সংসার সবকিছুকে ভালবাসার মধ্যে স্রষ্টার উপলব্ধি করা যায়। তাই যারা সংসার ত্যাগ করে তারা বিভ্রান্ত।

২১

মোছ আঁখি, মনে কর, এ-বিশ্বসংসার
কাঁদিবার নহে শুধু বিশাল প্রাঙ্গণ।
রাবণের চিতা সম যদিও তোমার
জ্বলিছে, জ্বলুক প্রাণ, কেন গো ক্রন্দন ?
অপরের দুঃখ-জ্বালা হবে গো মিটাতে,
হাসি-আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও,
জীবনের সরবস্ব অশ্রু মুছাইতে
বাসনার স্তর ভাঙ্গি বিশ্বে ঢেলে দাও।
হায় হায় জনমিয়া যদি না ফুটালে
একটি কুসুম কলি নয়ন-কিরণে
একটি জীবন-ব্যথা যদি না জুড়ালে
বুক-ভরা প্রাণ ঢেলে— বিফল জীবন!
আপনা রাখিলে ব্যর্থ জীবন-সাধনা,
জনম বিশ্বের তরে, পরার্থে কামনা।

সারমর্ম ঃ মানুষের নিজের জীবনের সকল দুঃখকে হাসি দিয়ে গোপন করতে হবে। নিজের বেদনাকে বড় করে না দেখে পরের দুঃখ দূর করার ব্রত অবলম্বন করা মহৎ মানুষের কর্তব্য। পরের উপকারের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। তাই পরের মঙ্গলে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে।

২২

দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার।
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ ?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার ॥
গিরি-সঙ্কট ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।

সারমর্ম ঃ জাতীয় জীবনে অগ্রগতির পথে বিস্তর বাধা। নানা সংকট এসে জাতির বিকাশের পথ রুদ্ধ করে রেখেছে। বিপদসঙ্কুল পথে সকল বাধা অতিক্রম করে সফলতার পথে এগিয়ে যেতে হবে। দৃঢ়চেতা নেতাকে এই সংকট পার হওয়ার জন্য জাতির নেতৃত্ব দেওয়া দরকার।

২৩

এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে—
"মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে ;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথকুক্কুরের মত সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার;
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে।

সারমর্ম ঃ নিপীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের জীবনের সকল দুঃখ ও অগৌরব দূর করতে হবে। সবাই সম্মিলিতভাবে রুখে দাঁড়ালে সকল অত্যাচারী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বিদূরিত হবে। অত্যাচারীকে সবাই ঘৃণা করে এবং সে তার অন্যায়ের জন্য আতঙ্কিত।

২৪

ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই
সুখ-দুঃখ সমভাগ করে নেব সকলে ভাই
নাই অধিকার সঞ্চয়ের।
কারো আঁখি-জলে, কারো ঝাড়ে কিরে জ্বলিবে দীপ?
দু জনার হবে বুলন্দ নসিব, লাখে লাখে হবে বদনসিব?
এ নহে বিধান ইসলামের।
ঈদ-উল-ফিতর আনিয়াছে তাই নব বিধান।
ওগো সঞ্চয়ী, উদ্বৃত্ত যা করিবে দান,
ক্ষুধার অন্ন হোক তোমার!
ভোগের পেয়ালা উপচায়ে পড়ে তব হাতে,
তৃষ্ণাতুরের হিস্‌সা আছে ও পিয়ালাতে
দিয়া ভোগ কর, বীর, দেদার।

সারমর্ম ঃ ইসলামের বিধান অনুসারে সকল মানুষ সমান। মানুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে কেউ সুখ ভোগ করবে, আর কেউ দুঃখে জীবন কাটাবে তা ইসলাম সমর্থন করে না। ঈদের আনন্দের দিনে তাই ধনীর উচিত নিজের মৌলিক প্রয়োজন মেটানর মত সম্পদটুকু রেখে গরিবের দুঃখ দূর করার জন্য উদ্বৃত্ত সম্পদ বিলিয়ে দেওয়া।

২৫

পুণ্যে-পাপে, দুঃখে-সুখে, পতনে-উত্থানে,
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি! তব গৃহ-ক্রোড়ে,
চির শিশু করে আর রাখিও না ধরে।
দেশ দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে,
বেঁধে বেঁধে রাখিও না ভাল ছেলে করে
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ সয়ে আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালমন্দ সাথে।

সারমর্ম ঃ দেশের সকল অধিবাসীকে যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠার সাধনার সুযোগ দিতে হবে। সুখ-দুঃখের পরিস্থিতির মোকাবিলা করে, দেশ দেশান্তরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, সকল সংস্কারের ওপরে ওঠে জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা দরকার। ভালমন্দের সাথে সংগ্রামই যথার্থ জীবন।

২৬

খোদা বলিবেন, হে আদম সন্তান,
আমি চেয়েছিনু ক্ষুধার অন্ন, তুমি কর নাই দান।
মানুষ বলিবে, তুমি জগতের প্রভু,
আমরা তোমারে কেমনে খাওয়াব, সে কাজ কি হয় কভু ?
বলিবেন খোদা— ক্ষুধিত বান্দা গিয়েছিল তব দ্বারে,
মোর কাছে তুমি ফিরে পেতে তাহা যদি খাওয়াইতে তারে।

সারমর্ম ঃ মানুষকে সেবা করলেই স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য সাধন সম্ভব হয়। দীন দুঃখীর প্রতি দয়া দেখালেই তা বিধাতার কাছে পুণ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। দুঃখীজনের প্রতি সহানুভূতিশীল মনটুকু স্রষ্টা প্রত্যক্ষ করেন।

২৭

জাতিতে জাতিতে ধর্মে নিশিদিন হিংসা ও বিদ্বেষ
মানুষে করিছে ক্ষুদ্র, বিষাইছে বিশ্বের আকাশ,
মানবতা মহাধর্ম রোধ করি করিছে উল্লাস
বর্বরের হিংস্র নীতি, ঘৃণা দেয় বিকৃত নির্দেশ।
জাতি-ধর্ম-দেশ ঊর্ধ্বে ঘৃণা ঊর্ধ্বে পাচ্ছ যেই দেশ,
সেথায় সকলে এক, সেথায় মুক্ত সত্যের প্রকাশ,
মানব সভ্যতা সেই মুক্ত সত্য লভুক বিকাশ,
মহৎ সে মুক্তি-সংজ্ঞা মঙ্গল সে নির্বার অশেষ।
জাতি-ধর্ম-রাষ্ট্র ন্যায় সকলি যে মানুষের তরে
মানুষ সবার ঊর্ধ্বে— নহে কিছু তাহার অধিক।

সারমর্ম ঃ জাতি ও ধর্মে পার্থক্য থাকার জন্য মানুষে মানুষে বিভেদের সৃষ্টি হয়। মানুষের মাঝে দেখা দেয় বর্বরতা। কিন্তু মানবতার সত্য সবার ওপরে স্থান লাভের যোগ্য। সেজন্য মানুষের মর্যাদাকে সবার ওপরে তুলে ধরতে হবে। জাতি ধর্ম রাষ্ট্র কোন কিছুরই ব্যবধান মানুষের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে পারবে না।

২৮

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা।
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

সারমর্ম ঃ পরস্পর বিরোধী শক্তির যথার্থ সম্মিলনের মধ্যে অস্তিত্বের সার্থকতা নির্ভরশীল। ধূপের সার্থকতা গন্ধে, সুর ছন্দে, ভাব রূপে, সীমা অসীমে, প্রলয় সৃষ্টিতে রূপ নিতে পারলেই তাদের যথার্থ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। বন্ধনের মধ্যে মুক্তি নিহিত একথা মনে রেখে সৃষ্টির অর্থ খুঁজতে হবে।

২৯

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক—
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার—
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি।

সারমর্ম ঃ অতীতের প্রতি মোহ থাকা প্রাণবান জীবনের বৈশিষ্ট্য নয়। সেজন্য অতীতের বন্ধন ছিন্ন করে সকল সংস্কারের ওপরে ওঠে জীবনের প্রকৃত বিকাশ ঘটাতে হবে। জীবনের স্বার্থে মৃত্যুকে তুচ্ছ বিবেচনা করা দরকার।

৩০

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি ওঠে খরখড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।

সারমর্ম ঃ সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন-বোধে কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে। সত্য বলার শক্তি থাকতে হবে। বিধাতার দানের মর্যাদা রক্ষার জন্য সত্যের প্রতিষ্ঠা করা দরকার। অন্যায়কারী ও অন্যায়সহ্যকারী দুজনই বিধাতার কাছে অপরাধী। এ সত্যই জীবনে আচরণীয়।

৩১

আমার একূল ভাঙ্গিয়াছে যেবা, আমি তার কূল বাঁধি,
যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া, তার লাগি আমি কাঁদি ;
যে মোরে দিয়েছে বিষে ভরা বাণ,
আমি দেই তারে বুকভরা গান ;
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম ভর,—
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

মোর বুকে যেবা কবর বেঁধেছে, আমি তার বুক ভরি,
রঙিন ফুলের সোহাগ-জড়ানো ফুল-মালঞ্চ ধরি।
যে মুখে সে কহে নিঠুরিয়া বাণী,
আমি লয়ে সখি, তারি মুখখানি,
কত ঠাঁই হতে কত কি যে আনি, সাজাই নিরন্তর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

সারমর্ম ঃ পরের দেওয়া আঘাত সহ্য করে তার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করাই যথার্থ মনুষ্যত্বের লক্ষণ। সকল প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে ভালবাসা দিয়ে মানুষের মন জয় করতে হবে। পরের দেওয়া দুঃখ সহ্য করা এবং পরকে আপন করে নেওয়ার মধ্যেই মানব জীবনের সার্থকতা বিদ্যমান।

৩২

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ় বলে, অন্তরের অন্তর হইতে
প্রভু মোর! বীর্য দেহ সুখেরে সহিতে
সুখেরে কঠিন করি। বীর্য দেহ দুখে
যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিত মুখে
পারি উপেক্ষিতে। ভকতিরে বীর্য দেহ
কর্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ
পুণ্যে উঠে ফুটি। বীর্য দেহ ক্ষুদ্র জনে
না করিতে হীন জ্ঞান, বলের চরণে
না লুটিতে। বীর্য দেহ চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার উর্ধ্বে দিতে রাখি।
বীর্য দেহ তোমার চরণে পাতি শির
অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির।

সারমর্ম ঃ মনের সকল দুর্বলতা দূর করার জন্য বিধাতার কাছে মানুষের প্রার্থনা। সুখ সংযতভাবে, দুঃখ উপেক্ষিত রূপে, ভক্তি প্রীতিতে, বীরত্ব মহত্ত্বে রূপায়িত করার মহৎ গুণ যেন মনুষ্যত্বকে মর্যাদাবান করে তোলে। বিধাতার ওপর নির্ভরতা যেন মানবমনে স্থির হয়ে থাকে।

৩৩

বসুমতি, কেন তুমি এতই কৃপণা,
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্য কণা।
দিতে যদি হয় দে মা প্রসন্ন সহাস,
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস ?
বিনা চাষে শস্য দিলে কি তাহাতে ক্ষতি ?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতী—
আমার গৌরব তাতে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে একেবারে ছাড়ে।

সারমর্ম ঃ পৃথিবীর মাটি মানুষকে তার সম্পদ দান করে সুখী করে তোলে। কিন্তু এ সম্পদ সংগ্রহের জন্য মানুষকে কষ্ট করতে হয়। এই কষ্ট মানুষের গৌরব বাড়ায়। কারণ বিনা শ্রমে পরের দয়ার দান লাভে মানুষের অমর্যাদাই বাড়ে।

৩৪

মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে, স্বীয় কীর্তি-ধ্বজা ধরে,
আমরাও হব বরণীয়।
সময় সাগর তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত করে,
আমরাও হব যে অমর;
সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে, অন্য কোন জন পরে,
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
করো না মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন,
সংসার সমরাঙ্গন মাঝে,
সংকল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা,
ব্রতী হয়ে নিজ নিজ কাজে।

সারমর্ম ঃ অতীতের যশস্বী মানুষ যে পথে গৌরব অর্জন করেছেন আজকের মানুষকেও সে পথে চলতে হবে। আজকের গৌরব ভবিষ্যতে প্রেরণা দিবে। তাই সংসারে জীবন অপচয় না করে যথাযোগ্য দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কৃতিত্ব দেখাতে হবে।

৩৫

সকাল বিকাল ইসটেশনে আসি,
চেয়ে চেয়ে দেখতে ভালবাসি।
ব্যস্ত হয়ে ওরা টিকেট কিনে;
ভাটির ট্রেনে কেউবা চড়ে, কেউবা চড়ে উজান ট্রেনে।
সকাল থেকে কেউবা থাকে বসে,
কেউবা গাড়ি ফেল করে তার শেষ মিনিটের দোষে।

দিনরাত গড় গড় ঘড় ঘড়,
গাড়িভরা মানুষের ছোটে ঝড়।
ঘন ঘন গতি তার ঘুরবে,
কভু পশ্চিমে কভু পূর্বে।

সারমর্ম ঃ রেল স্টেশন বিচিত্র চলমান মানুষের কোলাহলে মুখরিত স্থান। যাতায়াতের গতিতে জীবন সেখানে চঞ্চল। গাড়ির শব্দে আন্দোলিত জীবনের যে বৈচিত্র্য তা মানুষের কাছে উপভোগ্য মনে হয়।

৩৬

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান!
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট শোভা; — দিয়াছ, তাপস,
অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি, বাণী ক্ষুরধার,
বীণা মোর শাপে তব হল তরবার।
দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্গেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ-রস প্রাণ
শীর্ণ করপুট ভরি সুন্দরের দান
যতবার নিতে যাই— হে বুভুক্ষু, তুমি
অগ্রে আসি কর পান। শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক।

সারমর্ম ঃ মানব জীবনে দারিদ্র্যের অবদান গৌরবময়। অসঙ্কোচে মনোভাব প্রকাশের শক্তি যোগায় দারিদ্র্য। নির্মম বাণী প্রকাশের প্রেরণা পাওয়া যায় দারিদ্র্য থেকে। কিন্তু দারিদ্র্যের অভিশাপে জীবনের সৌন্দর্য-আনন্দ বিনষ্ট হয়। অবসান ঘটে সকল স্বপ্নের।

৩৭

অন্ধকার গর্তে থাকে অন্ধ সরীসৃপ;
আপনার ললাটের রতন প্রদীপ
নাহি জানে, নাহি জানে সূর্যালোক লেশ।
তেমনি আঁধারে আছে এই অন্ধ দেশ।
হে দণ্ডবিধাতা রাজা— যে দীপ্ত রতন,
পরায়ে দিয়েছ ভালে তাহার যতন
নাহি জানে, নাহি জানে তোমার আলোক।
নিত্য বহে আপনার অস্তিত্বের শোক,
জনমের গ্লানি। তব আদর্শ মহান
আপনার পরিমাপে করি খান খান
রেখেছে ধূলিতে। প্রভু, হেরিতে তোমায়
তুলিতে হয় না মাথা ঊর্ধ্ব-পানে হায়।
যে এক তরণী লক্ষ লোকের নির্ভর
খণ্ড খণ্ড করি তারে তরিবে সাগর ?

সারমর্ম ঃ নিজের দেশের মধ্যেই মহান আদর্শের খোঁজ করতে হবে। সেই সাথে বাইরের আদর্শের অনুসন্ধান পরিহার করা দরকার। বিধাতা স্বদেশের মর্যাদার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাই জাতিগত পার্থক্য ভুলে দেশকে বড় বলে ভাবতে হবে। এই চেতনাতেই যথার্থ গৌরব।

৩৮

নদীতীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা
পশ্চিমী মজুর। তাহাদেরি ছোট মেয়ে
ঘাটে করে আনাগোনা, কত ঘষামাজা
ঘটি-বাটি-থালা লয়ে। আসে ধেয়ে ধেয়ে
দিবসে শতেক বার, পিত্তল-কঙ্কণ
পিতলের থালাপরে বাজে ঠনঠন।
বড়ো ব্যস্ত সারাদিন। তারই ছোট ভাই,
নেড়ামাথা, কাদামাখা, গায়ে বস্ত্র নাই,
পোষা পাখিটির মতো পিছেপিছে এসে
বসি থাকে উচ্চ পাড়ে দিদির আদেশে,
স্থির ধৈর্য ভরে। ভরা ঘট লয়ে মাথে,
বাম কক্ষে থালি, যায় বালা ডানহাতে
ধরি শিশু কর। জননীর প্রতিনিধি,
কর্মভারে অবনত অতি ছোট দিদি।

সারমর্ম ঃ নারী শিশুকালেও জননীর প্রতিনিধি হিসেবে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। পশ্চিমী মজুরের ছোট মেয়ে সংসারের কাজে ব্যস্ত থেকেও ছোট ভাইয়ের প্রতি যত্নশীল হয়ে মাতৃত্বের চিরকালীন স্বরূপ ফুটিয়ে তোলে।

৩৯

হে চিরদীপ্ত, সুপ্তি ভাঙাও
জাগার গানে;
তোমার শিখাটি উঠুক জ্বলিয়া
সবার প্রাণে।
ছায়া ফেলিয়াছে প্রলয়ের নিশা,
আঁধারে ধরণী হারায়েছে দিশা,
তুমি দাও বুকে অমৃতের তৃষা
আলোর ধ্যানে।
ধ্বংস-তিলক আঁকে চক্রীরা
বিশ্ব-ভালে,
হৃদয়-ধর্ম বাঁধা পড়িয়াছে
স্বার্থ-জালে।
মৃত্যু জ্বালিছে জীবন মশাল
চমকিছে মেঘে খর তরোয়াল
বাজুক তোমার মন্ত্র ভয়াল
বজ্রতানে।

সারমর্ম ঃ আলোর দিশারী মানুষের দায়িত্ব সবাইকে জাগিয়ে তোলার। বিশ্ব এখন আঁধারে মগ্ন। স্বার্থপরের ষড়যন্ত্রে মানব জীবন বিপন্ন। ধ্বংসের হাত থেকে মানব জাতিকে বাঁচানোর জন্য জাগরণের মন্ত্র শোনাতে হবে।

৪০

পরের মুখে শেখা বুলি পাখির মত কেন বলিস ?
পরের ভঙ্গি নকল করে নটের মত কেন চলিস ?
তোর নিজস্ব সর্বাঙ্গে তোর দিলেন ধাতা আপন হাতে,
মুছে সেটুকু বাজে হলি, গৌরব কি বাড়ল তাতে ?
আপনারে যে ভেঙ্গে-চুরে গড়তে চায় পরের ছাঁচে
অলীক, ফাঁকি, মেকি সে জন, নামটা তার কদিন বাঁচে ?
পরের চুরি ছেড়ে দিয়ে আপন মাঝে ডুবে যারে
খাঁটি ধন যা সেথায় পাবি, আর কোথাও পাবি নারে।

সারমর্ম ঃ পরের অনুকরণের মধ্যে কোন গৌরব নেই। প্রত্যেকের নিজের পরিচয়ের মধ্যেই যথার্থ মর্যাদা নিহিত। সেজন্য পরের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের যা কিছু আছে তাতেই নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। নিজের সামান্য সম্পদই যথার্থ মূল্যবান।

৪১

কোথায় স্বর্গ ? কোথায় নরক ? কে বলে তা বহুদূর ?
মানুষেরই মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেতেই সুরাসুর।
রিপুর তাড়নে যখনি মোদের বিবেক পায় গো লয়
আত্মগ্লানির নরক অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদের কুঁড়ে ঘরে।

সারমর্ম ঃ স্বর্গ ও নরক সম্পর্কে মানুষের সাধারণ ধারণা যে তা পরলোকের বিষয়। আসলে তার অস্তিত্ব মানুষের মনেই বিরাজমান। মানুষ অন্যায়ের জন্য বিবেকের জ্বালার মধ্যে নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। তেমনি প্রেমপ্রীতির সুসম্পর্কের মধ্যে স্বর্গসুখ উপভোগ করে।

৪২

ধন্য আশা কুহকিনী! তোমার মায়ায়
অসার সংসার চক্র ঘোরে নিরবধি;
দাঁড়াইত স্থিরভাবে চলিত না, হায়
মন্ত্রবলে তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি।
ভবিষ্যৎ অন্ধ মূঢ় মানব সকল
ঘুরিতেছে কর্মক্ষেত্রে বর্তুল-আকার;
তব ইন্দ্রজালে মুগ্ধ, পেয়ে তব বল
যুঝিছে জীবন যুদ্ধে হায় অনিবার।
নাচায় পুতুল যেবা দক্ষ বাজিকরে,
নাচাও তেমনি তুমি অর্বাচীন নরে।

সারমর্ম ঃ আশার বশবর্তী হয়ে মানুষ সংসারের মায়ায় আবদ্ধ রয়েছে। আশা না থাকলে মানব জীবন জড়তায় পর্যবসিত হত। ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনায় আশা মানুষকে পুতুলের মত নাচায়।

৪৩

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারংবার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত

নানা বর্ণ গন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমারি মন্দির মাঝে।

সারমর্ম ঃ সংসার থেকে বিবাগী হলেই মানুষের যথার্থ মুক্তি আসে না। সংসারের বন্ধনের মধ্যে থেকে সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার জীবন উপভোগের মধ্যেই স্রষ্টাকে লাভ করা যায়। তাই জীবনকে ভালবাসার মাধ্যমেই মুক্তি খুঁজতে হবে।

৪৪

থাকো স্বর্গ, হাস্যমুখে—করো সুধাপান
দেবগণ। স্বর্গ তোমাদেরই সুখস্থান,
মোরা পরবাসী। মর্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি— তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দুদিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দু দণ্ডের তরে।
যত ক্ষুদ্র যত ক্ষীণ, যত অভাজন,
যত পাপীতাপী, মেলি ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমলবক্ষে বাঁধিবারে চায়—
ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর। স্বর্গে তবে বহুক অমৃত,
মর্ত্যে থাক সুখে-দুঃখে অনন্ত-মিশ্রিত
প্রেমধারা অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।

সারমর্ম ঃ স্বর্গের জীবন লোভনীয় হলেও পৃথিবীতে বসবাসরত মানুষ সংসারের মায়ার মধ্যেই বেশি তৃপ্তি অনুভব করে। সংসারে অভাব-অনটন, দুঃখ-বেদনা থাকলেও তাকে নিয়ে যে জীবন তা-ই মানুষের কাছে আকর্ষণীয়। দূরের স্বর্গের চেয়ে কাছের মাটির জীবন অনেক বেশি প্রিয়।

৪৫

শ্বেত, পীত, কালো করিয়া সৃজিলে মানবে, সে তব সাধ।
আমরা যে কালো, তুমি ভালো জান, নহে তাহা অপরাধ।
তুমি বলো নাই, শুধু শ্বেত দ্বীপে
জোগাইবে আলো রবি-শশী-দীপে
সাদা র'বে সবাকার টুঁটি টিপে, এ নহে তব বিধান,
সন্তান তব করিতেছে আজ তোমার অসম্মান।

সারমর্ম ঃ স্রষ্টা খেয়ালখুশি মত মানুষকে নানা বর্ণে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করেননি। তাঁর দান সমানভাবে সকল বর্ণের মানুষের জন্য বর্ষিত হয়। কিন্তু স্বার্থপর মানুষ নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে স্রষ্টার অসম্মান করছে।

৪৬

আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি পঁচা অতীত,
গিরি-গুহা ছাড়ি খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত।
সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর, বীর্যবান,
তাজা জীবন্ত সে নব সৃষ্টি শ্রম-মহান,
চলমান-বেগে প্রাণ-উচ্ছল
রে নবযুগের স্রষ্টাদল
জোর কদম চলরে চল ॥

সারমর্ম ঃ নবযুগের সাধনায় নিয়োজিত তরুণেরা অতীতকে পেছনে ফেলে সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে এক নতুন জগতের সৃষ্টি করবে। তাদের শ্রমেই তৈরি হবে নতুন সৃষ্টি। তাই প্রাণচঞ্চল তরুণদের জোরকদমে এগিয়ে যেতে হবে।

৪৭

তোমাদেরি মাঝে আসে মাঝে মাঝে রাজার দুলাল ছেলে,
পরের দুঃখে কেঁদে কেঁদে যায় শত সুখ পায়ে ঠেলে।
কবি-আরাধ্য প্রকৃতির মাঝে কোথা আছে এর জুরি ?
অবিচারে মেঘ ঢালে জল, তাও সমুদ্র হতে চুরি।
সৃষ্টির সুখে মহাখুশী যারা তারা নর নহে, জড়;
যারা চিরদিন কেঁদে কাটাইল, তারাই শ্রেষ্ঠতর।
মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ;
সত্য সত্য সহস্র গুণ সত্য জীবের দুখ।

সারমর্ম ঃ যারা সুখের মধ্যে জন্মেও দুঃখীর জন্য সমবেদনা প্রকাশ করে তারাই যথার্থ মানুষ, তারাই প্রশংসার যোগ্য। প্রকৃতির আনন্দের মধ্যে যারা জীবন কাটায় তারা জীবনের সার্থকতা দেখে না। বরং জীবের দুঃখ দূর করার সাধনাকে যে সত্য বলে গ্রহণ করে সেই সফলকাম।

৪৮

একদা পরমমূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়
আগন্তুক। রূপের দুর্লভসত্তা লভিয়া বসেছ
সূর্য-নক্ষত্রের সাথে। দূর আকাশের ছায়াপথে
যে আলোক আসে নামি ধরণীর শ্যামল ললাটে

সে তোমার চক্ষু চুম্বি তোমারে বেঁধেছে অনুক্ষণ
সখ্যডোরে দ্যুলোকের সাথে; দূর যুগান্তর হতে
মহাকাল যাত্রী মহাবাণী পুণ্য মুহূর্তেরে তব
শুভক্ষণে দিয়েছে সম্মান; তোমার সম্মুখ দিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে—
সেথা তুমি একা যাত্রী অফুরন্ত এ মহাবিস্ময় ॥

সারমর্ম ঃ অন্তহীন সৃষ্টির ধারার সাথে মানুষের সম্পর্ক। সমগ্র প্রকৃতির সাথে মিলিয়েই জীবনের বিকাশ ঘটে। কিন্তু জীবনের শেষে মৃত্যুর অনিবার্য পথে মানুষের আত্মাকে একা অভিযাত্রী হতে হয়।

৪৯

মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে।
সংসারে বিদায় দিতে, আঁখি ছলছলি
জীবন আঁকড়ি ধরি আপনার বলি
দুই ভুজে।
ওরে মূঢ়, জীবন সংসার
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার
জনম মুহূর্ত হতে তোমার অজ্ঞাতে
তোমার ইচ্ছার পূর্বে! মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিব আবার
মুহূর্তে চেনার মতো। জীবন আমার
এত ভালবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয় ॥

সারমর্ম ঃ জীবন ও মৃত্যু মানুষের প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য। জীবন লাভ করে তার সৌন্দর্য দেখে মানুষ সংসারের প্রতি প্রবল মায়া অনুভব করে। জীবনকে সে নিবিড়ভাবে ভালবাসে। কিন্তু মৃত্যুও চিরন্তন সত্য। তাই মৃত্যুকে তেমনি ভালবাসতে হবে।

৫০

তোমারি ক্রোড়েতে মোর পিতামহগণ
নিদ্রিত আছেন সুখে জীবলীলা শেষে,
তাদের শোণিত, অস্থি সকলি এখন
তোমার দেহের সঙ্গে গিয়েছে মা মিশে;
তোমার ধূলিতে গড়া এ দেহ আমার
তোমার ধূলিতে কালে মিলাবে আবার।

সারমর্ম ঃ মাতৃভূমিতে সুখে জীবন কাটিয়ে পূর্বপুরুষেরা মৃত্যুর পর এর মাটিতে মিশে গেছে। বর্তমান মানুষের জীবনও এই মাটিতেই গড়া। মৃত্যুর পর তার দেহও এ মাটিতে মিশে যাবে।

৫১

জলহারা মেঘখানি বরষার শেষে
পড়ে আছে গগনের এককোণ ঘেঁষে।
বর্ষাপূর্ণ সরোবর তারি দশা দেখে
সারাদিন ঝিকিমিকি হাসে থেকে থেকে।
কহে, ওটা লক্ষ্মীছাড়া, চালচুলা হীন,
নিজেরে নিঃশেষ করি, কোথায় বিলীন।
আমি দেখো চিরকাল থাকি জলভরা
সরোবর, সুগম্ভীর নাই নড়াচড়া।
মেঘ কহে, ওহে বাপু, করো না গরব,
তোমার পূর্ণতা সে যে আমারই গৌরব।

সারমর্ম ঃ দাতার উদারতাকে হীন গ্রহীতা পরিহাস করেই ক্ষান্ত হয় না, দানে অহংকারী হয়ে ওঠে। নিজের উৎসের কথা চিন্তা করে অকৃতজ্ঞ মনের পরিচয় দেয়। দানে নিঃশেষিত জন গৌরবের অধিকারী। স্বার্থহীন দানের সফলতাই দাতার জন্য মর্যাদার।

৫২

এ দুর্ভাগা দেশ হতে, হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর—
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার,
এই চিরপেষণ যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্য-মর্যাদা-গর্ব চির পরিহার—
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো। মঙ্গল প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক মাঝে, উন্মুক্ত বাতাসে।

সারমর্ম ঃ লোকনিন্দা, ক্ষমতা, মৃত্যু প্রভৃতির ভয় মানবের বিকাশ ব্যাহত করে। ব্যক্তিত্ব যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়, প্রাণে আসে দীনতার দুর্বলতা। বাইরে পরাধীনতার বন্ধন আর ভিতরে আত্মার দুর্গতি মানবিক মহিমা বিনষ্ট করে। তাই ঐশী স্পর্শে মানুষের মহান উত্তরণই কাম্য।

৫৩

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ॥
মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্র রোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ॥

সারমর্ম ঃ ক্ষমতাশালীরা দীনহীন মানুষকে যন্ত্রণা দেয়। অস্পৃশ্যতার নামে তাদের মানবাধিকার ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু মানবাত্মার এই অপমান দীর্ঘদিন সহ্য করা যায় না। তাই এমন সময় আসছে যখন প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে এর প্রতিবিধান করতে হবে। তখন তাদের সমপর্যায়ে দাঁড়াতে হবে।

৫৪

কে বলে তোমারে বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে।
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নইলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।
শিশুজ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,
ঘুচাইছ রাত্রিদিন সর্ব ক্লেদ গ্লানি।
ঘৃণার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে,
হে বন্ধু, তুমিই একা জেনেছ সে বাণী।
নির্বিচারে আবর্জনা বহ অহর্নিশ
নির্বিকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল।
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বিরে নির্বিষ;
আর তুমি?— তুমি তারে করেছ নির্মল।
এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—
কল্যাণের কর্ম করি লাঞ্ছনা সহিতে।

সারমর্ম ঃ মানুষের সেবায় নিয়োজিত মেথর অস্পৃশ্য বা অশুচি নয়। সে পৃথিবীকে দিয়েছে মনুষ্যবাসের উপযোগিতা। সে সমাজের বন্ধু, সে পবিত্র ও মহান। তার কল্যাণব্রতে অনুপ্রাণিত হয়ে মহত্ত্ব দেখানো মানুষের কর্তব্য।

৫৫

ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো, পোষ মানা এ প্রাণ,
বোতাম-আঁটা জামার নিচে শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি,—মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্টগতি, গৃহের প্রতি টান—
তৈলঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রারসে ভরা,
মাথায় ছোট বহরে বড়ো বাঙালি-সন্তান।
ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন,
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি, জীবনস্রোতে আকাশ ঢালি,
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি চলেছি নিশিদিন—
বরশা হাতে, ভরসা প্রাণে, সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাধাহীন।

সারমর্ম ঃ ভদ্র শান্ত ঘরকুণো বাঙালি কথায় ও আচরণে শিষ্ট। আলস্য তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে আছে। কিন্তু এই শান্ত জীবনের চেয়ে মরুচারী বেদুয়িন জীবন অনেক বেশি আকর্ষণীয়। জীবনচাঞ্চল্য আছে বলেই তার প্রতি মন আকৃষ্ট হয়।

৫৬

আমি যেন কোন এক বসন্তের রাতের জোনাকি,
অথবা দিনের শেষে কোন নীল আকাশের পাখি,
আমি যেন ছোট নদী বুকভরা ছোট ছোট ঢেউ,
সে নদীতে স্নান করে গাঁয়ের মেয়েরা কেউ কেউ।
আমি যেন কোন এক পথশ্রান্ত অচেনা পথিক,
দুদণ্ড তাকিয়ে থাকি যে-আকাশে আলো-ঝিকমিক,
আমি যেন কত বন, কত মেঘ, কত বালুতীর,
অথবা অনেক রাতে একমুঠো চাঁদের আবির।

সারমর্ম ঃ প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের সাথে একাত্ম হয়ে জীবনকে উপভোগ্য করতে চায় মানুষ। জোনাকি, পাখি বা নদীর প্রাণবান শান্ত মধুর নিসর্গের মধ্যে যে আনন্দ নিহিত তা তুলনাহীন। আনন্দের এই বিচিত্র স্বাদ লাভের জন্য মানুষের মন কামনা প্রকাশ করে।

৫৭

জীবন্ত ফুলের ঘ্রাণে
দুপুরের মিহি ঘুম ছিঁড়ে খুঁড়ে গেল ঃ
জেগে দেখি আমি
আমার ঘরেতে ওড়ে ছোট এক বুনো মৌমাছি,
ডানায় ডানায় যার সোঁদাগন্ধ অজানা বনের।
কেমন সুন্দর ওই উড়ন্ত মৌমাছি।
অশ্রান্ত করুণ ওর গুনগুনানিতে
কেঁপে ওঠে মাটির মসৃণতম গান,
আর দূর পাহাড়ের বন্ধুর বিষণ্ন প্রতিধ্বনি!
যেন আজ বাহিরের সমস্ত পৃথিবী আর সমস্ত আকাশ
আমার ঘরের মাঝে তুলে নিয়ে এল
কোথাকার ছোট এক বুনো মৌমাছি।

সারমর্ম ঃ মানুষের তৈরি কৃত্রিম পরিবেশে বাইরের প্রকৃতির সৌন্দর্যের অনুপ্রবেশ ঘটলে জীবন হয়ে ওঠে আনন্দমুখর। মুক্ত প্রকৃতির সৌন্দর্যের কোন প্রতীক সীমাহীন আনন্দের উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। মানুষের মন তখন আনন্দে নেচে ওঠে।

৫৮

ধান করো, ধান হবে, ধুলোর সংসারে এই মাটি
তাতে যে যেমন ইচ্ছে খাটি।
বসে যদি থাকো তবু আগাছায় ধরে কিছু ফুল
হলদে-নীল তারি মধ্যে, রুক্ষ মাটি তবু নয় ভুল—
ভুল থেকে সরে সরে অন্য কোন নিয়মের চলা,
কিছু না-কিছুর খেলা, থেমে নেই হওয়ার শৃঙ্খলা,
সৃষ্টি মাটি এত মত।
তাইতে আরো বেশি ভাবি
ফলাবো না কেন তবে আশ্চর্যের জীবনীর দাবি।

সারমর্ম ঃ মাটি থেকে ফসল ফলে। কিছু কাজে না লাগালে আগাছা জন্মে। যে কোন অবস্থাতেই মাটি কোন কিছু উৎপাদনের জন্য তৈরি থাকে। সৃষ্টির ধর্মই এ রকম। তাই জীবনের প্রয়োজনে মাটিকে কাজে লাগাতে হবে।

৫৯

দ্যাখ মানুষের কষ্ট থাকে না, হয় যদি লোক খাঁটি
সোনার ফসল ফলায় যখন পায়ের তলার মাটি ;
মাটিরই যদি এহেন মূল্য মানুষের দাম নেই ?
এই সংসারে এই সোজা কথা সব আগে বোঝা চাই।
বিশ্ব পিতার মহাকারবার এই দীন দুনিয়াটা;
মানুষই তাঁহার মহামূলধন কর্ম তাহার খাটা;
তার নাম নিয়ে খাটবে যে জন, অন্ন যে তার মুখে—
বিধাতার এই সাচ্চা বাচ্চা কখনো পড়ে না দুখে।
তবে যে হেথায় দেখিবারে পাই গরিবের দুর্গতি,
অর্থ তাহার— চেনে না সে তার শক্তির সংহতি।

সারমর্ম ঃ বিধাতার দেওয়া কর্মশক্তির সাহায্যে সচেতন কৃষক মাটির বুকে সোনার ফসল ফলাতে পারে এবং জীবনের দুঃখ প্রতিরোধ করতে পারে। কর্মমুখরতাই মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। তবু সংসারে যে দুঃখী, সে শক্তি ও কর্মের ফল সম্পর্কে সচেতন নয়।

সারাংশ লেখার কিছু আদর্শ

১

আল্লাহ্‌তাআলা এই সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি পরম দয়ালু, সর্বদা আমাদের মঙ্গল করেন ও লালন-পালন করেন। তিনি আমাদের খাদ্য দিয়াছেন; আমরা তাহা আহার করি। তিনি আমাদের পানি দিয়াছেন; আমরা তাহা পান করি। তিনি আমাদিগকে বায়ু দিয়াছেন, তাহা আমরা নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকি। তিনি আমাদের সুখী করিবার জন্য সমস্তই দিয়াছেন। আমরা যাহা ভাবি, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন। আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না; কিন্তু তিনি সকল স্থানেই আছেন। চল আমরা তাঁহার ইবাদত করি।

সারাংশ ঃ বিশ্বজগতের স্রষ্টা আল্লাহতায়ালা সকলের জীবনধারণ ও সুখের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ দান করেছেন। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা। তাঁর ইবাদত করা সকলের কর্তব্য।

২

যুগে যুগে আদর্শবাদীরাই জগতকে আনন্দে, শান্তিতে ও সাম্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যাঁহারা বৃহতের চিন্তা করেন, তাঁহারাই পৃথিবীতে বৃহৎ কল্যাণ আনয়ন করেন। ক্ষুদ্রত্বের বন্ধনে বাঁধা থাকিলে জীবন, যৌবন ও কর্মের শক্তি ক্ষুদ্র হইয়া যায়। পুকুরের পানি গ্রামের কল্যাণ করে, কিন্তু সংক্রামক রোগের একটি জীবাণু পড়িলেই সে-পানি দূষিত ও অপেয় হইয়া যায়। কেননা, পুকুরের পানির চারিধারে বন্ধন, তার বিস্তৃতি নাই, গতি নাই, প্রবাহ নাই। নদীর পানিরও চারিধারে বন্ধন, —একধারে পাহাড়, একধারে সমুদ্র, দুইধারে কূল। কিন্তু তার বিস্তৃতি আছে, তাই গতি ও প্রবাহ নিত্যসাথী। এই প্রবাহের জন্যই নদীর পানিতে নিত্য শত রোগের জীবাণু পড়িলেও তাহা অশুদ্ধ হয় না, অব্যবহার্য হয় না। তাই নদী পুকুরের চেয়ে দেশের বৃহৎ কল্যাণ করে। নদীর নিত্যতৃষ্ণা সমুদ্রের দিকে— অসীমের দিকে। অসীম সমুদ্রকে পাইয়াও সে সীমাবদ্ধ দেশকে স্বীকার করে,— তার বক্ষঃচ্যুত হয় না। আমাদের আদর্শ পরম পূর্ণের পরম নিত্যের। কিছুতেই আমরা কর্মচ্যুত হইব না; বৃহৎ কর্ম করিব।

সারাংশ ঃ আদর্শবাদী মানুষই জগতকে সুখ ও আনন্দে পূর্ণ করে। বড় আদর্শের মধ্যেই বিশ্বের কল্যাণ নিহিত। ক্ষুদ্র জলাশয়ের চেয়ে গতিশীল নদী মানুষের উপকারে বেশি আসে। তাই জীবনের মঙ্গলের জন্য বড় আদর্শের চর্চা করতে হবে।

৩

বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক, তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোন মতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু মনের বিকাশলাভ হয়না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়ার দরকার। তেমনি একটি শিক্ষা পুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি অপাঠ্য পুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। ইহাতে আনন্দের সহিত পড়িতে পারিবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গ্রহণ শক্তি, ধারণা শক্তি, চিন্তা শক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে ফললাভ করে।

সারাংশ ঃ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে আনন্দের সংযোগ নেই। তাই শিক্ষায় মনের বিকাশ ঘটে না। পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বই পড়ে মনে প্রসারতা আনতে হবে। আনন্দের সাথে শিক্ষা লাভের ফলে গ্রহণ ও চিন্তা শক্তি বাড়ে, শিক্ষা গ্রহণ সফল হয়।

৪

আমাদের মধ্যে বিলাসিতা বাড়িয়াছে বলিয়া অনেকে কল্পনা করেন যে, ইহা আমাদের ধন-বৃদ্ধির লক্ষণ। কিন্তু এ কথা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, পূর্বে যে অর্থ সাধারণের কাজে ব্যয়িত হইত, এখন তাহা ব্যক্তিগত ভোগে ব্যয়িত হইতেছে। ইহাতে ফল হইতেছে, দেশের ভোগ-বিলাসের স্থানগুলি ফাঁপিয়া উঠিতেছে— কিন্তু পল্লীগুলিতে দারিদ্র্যের অবধি নাই। দেশের অধিকাংশ অর্থ শহরে আকৃষ্ট হইয়া কোঠাবাড়ি, গাড়ি-ঘোড়া, সাজ-সরঞ্জাম, আহার-বিহারেই উড়িয়া যাইতেছে। অথচ যাঁহারা এইরূপ ভোগ-বিলাস ও আড়ম্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় কেহই সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে নাই; তাঁহাদের অনেকেরই টানাটানি, অনেকেরই ঋণ, অনেকেরই পৈতৃক সম্পত্তি মহাজনের দায়মুক্ত করিবার জন্য চিরজীবনই নষ্ট। কন্যার বিবাহ দেওয়া, পুত্রকে মানুষ করিয়া তোলা, পৈতৃক কীর্তি রক্ষা করিয়া চলা, অনেকেরই পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়াছে। যে ধন সমস্ত দেশের বিচিত্র অভাব মোচনের জন্য চারিদিকে ব্যাপ্ত হইত, সেই ধন সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইয়া যে ঐশ্বর্যের মায়া সৃজন করিতেছে, তাহা বর্ণনাযোগ্য নহে। সমস্ত শরীরকে প্রতারণা করিয়া কেবল মুখেই যদি রক্ত সঞ্চার হয়, তবে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না। দেশের ধর্মস্থানকে, বন্ধুস্থানকে, জন্মস্থানকে কৃশ করিয়া কেবল ভোগস্থানকে স্ফীত করিয়া তুলিলে বাহির হইতে মনে হয় যেন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে চলিল। সেই জন্যই এই ছদ্মবেশী সর্বনাশ আমাদের পক্ষে অতিশয় ভয়াবহ। মঙ্গল কবিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে।

সারাংশ ঃ সমাজে বিলাসিতাকে সমৃদ্ধির লক্ষণ বিবেচনা করা যথার্থ নয়। দেশের সম্পদ গ্রাম থেকে শহরে বিলাসের উপকরণ হিসেবে চলে আসছে। এতে শহর সমৃদ্ধ হলেও গ্রাম দীনহীন হয়ে পড়ছে। এই অবস্থা দেশের জন্য ক্ষতিকর। কারণ দেশের অধিকাংশ মানুষের ক্ষতি করে বিলাসী শহুরে জীবনে কোন সার্থকতা নেই।

৫

যত বড় কঠিন কাজই হোক না কেন, অনুকূল পরিবেশে ও উপযুক্ত সময়ে তাহা করিবার জন্য অগ্রসর হইলে সেই কঠিন কাজই অতি সহজে সম্পাদিত হয়। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে ও অনুপযুক্ত সময়ে তাহা শত চেষ্টাতেও সম্পন্ন করা যায় না। বিজ্ঞান-জগতে স্বীকৃত এই সত্যটি মনোজগতেও সমভাবে প্রকটিত। মানুষের মন জিনিসটি বড়ই রহস্যময়, সন্দেহ নাই। বাহির হইতে শক্তি প্রয়োগ করিয়া এই মনকে আয়ত্তের মধ্যে আনা যায় না। মনেরও আছে গতি, এবং সে গতিও বহু বিচিত্ররূপে প্রসারিত। ইহা না বুঝিয়া যত শক্তিই প্রয়োগ করা যাক্ না কেন, কোন ফলই হয় না। ভয় দেখাইয়া বা প্রলুব্ধ করিয়া যে মানব মনকে আকর্ষণ করা যায় না, তাহাকেই হয়তো বা আকর্ষণ করা যায় সহৃদয় অন্তরের দরদভরা স্পর্শ লাগাইয়া। সদম্ভ শক্তি প্রাচুর্যের দ্বারা মানব চিত্ত জয় করা যায় না; মানব সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা, স্থির বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তিকে লইয়া আগুয়ান হইলে দৃঢ়সংকল্প মানব মনকে বশীভূত করা যায়।

সারাংশ ঃ উপযুক্ত পরিবেশ ও সময়ে উদ্যোগ নিলে অনেক কঠিন কাজও সহজে সম্পন্ন হয়। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় তা মোটেই সম্ভব নয়। মানুষের মন জয় করার বেলায়ও একথা সত্য। শক্তি প্রয়োগ করে মনের স্বাভাবিক গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, এর জন্য দরকার সহৃদয় সহানুভূতি।

৬

জ্ঞান যে বাহুতে বল দেয়, জ্ঞানের তাই শ্রেষ্ঠ ফল নয়; জ্ঞানের চরম ফল যে তা চোখে আলো দেয়। জনসাধারণের চোখে জ্ঞানের আলো আনতে হবে, যাতে মানুষের সভ্যতার যা সব অমূল্য সৃষ্টি, —তার জ্ঞান-বিজ্ঞান, তার কাব্যকলা, —তার মূল্য জানতে পারে। জনসাধারণ যে বঞ্চিত, সে কেবল অন্ন থেকে বঞ্চিত বলে নয়, তার পরম দুর্ভাগ্য সে সভ্যতার এইসব অমৃত থেকে সে বঞ্চিত। জনসাধারণকে যে শেখাবে একমাত্র অন্নই তার লক্ষ্য, মনে সে তার হিতৈষী হলেও, কাজে তার স্থান জনসাধারণের বঞ্চকের দলে। পৃথিবীর যেসব দেশে আজ জনসংঘ মাথা তুলছে, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচারেই তা সম্ভব হয়েছে। তার কারণ কেবল এই নয় যে, শিক্ষার গুণে পৃথিবীর হালচাল বুঝতে পেরে জনসাধারণ জীবন যুদ্ধে জয়ের কৌশল আয়ত্ত করেছে। এর একটি প্রধান কারণ সংখ্যার অনুপাতে জনসাধারণের সমাজে শক্তি লাভের যা গুরুতর বাধা অর্থাৎ সভ্যতা লোপের আশংকা, শিক্ষিত জনসাধারণের বিরুদ্ধে সে বাধার ভিত্তি ক্রমশই দুর্বল হয়ে আসে।

সারাংশ ঃ জ্ঞানই শক্তি। তাই মানুষের চোখ খুলে দেওয়াতেই জ্ঞানের সবচেয়ে বেশি অবদান। জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ সভ্যতার অবদান উপভোগ করে। শিক্ষিত জনগণের কাছে অন্নলাভই প্রধান লক্ষ্য নয়, বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুফল তাদের উপভোগ্য। শিক্ষিত মন সংকীর্ণতার ওপরে ওঠার পথ চিনে নেয়।

৭

শ্রেষ্ঠ বলিয়া অহঙ্কার করিতে যে লজ্জাবোধ করে না, যে মানুষকে নিম্নাসনে বসাইয়া রাখিতে আনন্দবোধ করে, যে দরিদ্র ও ছোটকে ছোট করিয়া রাখিতে কষ্ট অনুভব করে না, যে মানুষের শক্তি-স্বাধীনতা হরণ করিতে ব্যস্ত, যে মানুষের হাত দিয়া নিজে পায়ের জুতা খুলাইয়া লয়, তোমরা তাহাদিগকে সালাম করিও না। সে সারা রাত্রি এবাদৎ করুক, মানুষ তাহার পদধূলি লইয়া মাথায় মাখুক, সে প্রথম শ্রেণীর গাড়ি চড়ুক, সে রাজ দরবারের সদস্য হউক, তোমরা তাহাকে আত্মীয় মনে করিও না। লক্ষ নরনারী মুক্তির আশায় করুণ নেত্রে তোমাদের দিকেই চাহিয়া আছে। পিষ্ট, কোটি মানবাত্মা তোমাদের আগমনের অপেক্ষা করিতেছে। যে দুর্বৃত্তের দল সত্যকে চূর্ণ করিয়া আল্লাহর বাণীকে অবমাননা করিতেছে তাহাদিগকে দেখিয়া আর তোমরা শ্রদ্ধায় আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইও না।

সারাংশ ঃ যে বিত্তবান অহংকারী মানুষ নিজের ক্ষমতার দম্ভে পরকে সেবায় নিয়োজিত করে নিজে সুখের ভাগী হয় সে বড় বা মহৎ বলে বিবেচিত হতে পারে না। সমাজে তার মর্যাদা থাকলেও প্রকৃত সম্মানের যোগ্য সে নয়। দুর্বলের প্রতি যে সহানুভূতিশীল নয়, সে শ্রদ্ধার অযোগ্য।

৮

পাখিটা মরিল। কোন কালে যে কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই।
নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, "পাখি মরিয়াছে।"
ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, "ভাগিনা, একি কথা শুনি ?"
ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরো হইয়াছে।"
রাজা শুধাইলেন, "ওকি আর লাফায় ?"
ভাগিনা বলিল, "আরে রাম!"
"আর কি ওড়ে ?"— "না।"
"আর কি গান গায় ?"— "না।"
"দানা না পাইলে আর কি চেঁচায় ?"— "না।"
রাজা বলিলেন, "একবার পাখিটাকে আন দেখি।"
পাখি আসিল, সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়-সওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন। সে 'হাঁ' করিলনা, 'হু' করিলনা। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্ গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল।

সারাংশ ঃ শিক্ষার সাথে আনন্দের সম্পর্ক না থাকলে তা জীবনের বিকাশ ঘটায় না। শিক্ষার রীতিটাই যদি প্রাধান্য পায় তাহলে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মত প্রাণের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। প্রাণের আনন্দ ও মুক্তির জন্য তথাকথিত প্রথাগত শিক্ষা ব্যর্থতার কারণ।

৯

জাতি শুধু বাইরের ঐশ্বর্য-সম্ভার, দালান-কোঠার সংখ্যাবৃদ্ধি কিংবা সামরিক শক্তির অপরাজেয়তায় বড় হয় না, বড় হয় অন্তরের শক্তিতে, নৈতিক চেতনায় আর জীবনপণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতায়। জীবনের মূল্যবোধ ছাড়া জাতীয় সত্তার ভিত কখনও শক্ত আর দৃঢ়মূল হতে পারে না। মূল্যবোধ জীবনাশ্রয়ী হয়ে জাতির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়লেই তবে জাতি অর্জন করে মহত্ত্ব আর মহৎ কর্মের যোগ্যতা। সব রকম মূল্যবোধের বৃহত্তর বাহন ভাষা তথা মাতৃভাষা, আর তা ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব লেখক আর সাহিত্যিকদের।

সারাংশ ঃ বাইরের সৃমদ্ধিতে জাতি বড় হয় না। বড় হয় মনের ঐশ্বর্যে। জীবনাশ্রয়ী মূল্যবোধ অর্জনের ফলে জাতি যথাযথ গৌরবের অধিকারী হয়। এই মূল্যবোধের কথা মাতৃভাষায় প্রচার করতে হবে। আর তার দায়িত্ব লেখকদের।

১০

সাধারণ মানুষ পুত্র পরিবারের সুখের জন্য হৃদয়ের রক্ত ঢালে, মহাপুরুষ মানুষের মঙ্গলতরে জীবনশোণিত প্রদান করেন। অন্যের জন্য জীবন ধারণে মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা, অন্যের মধ্যে ডুবিয়া ও মুছিয়া যাওয়া মানুষের পূর্ণানন্দময় পরিণাম।

আত্ম লইয়া আমি তৃপ্ত নহি, জীবন আমার আর কাহাকেও নিবেদন করিতে চাই। কে আমার বাঞ্ছিত জন, কাহাকে আমার জীবন দিয়া জন্ম আমার সার্থক করিব ? ক্ষুদ্র লইয়া আমি বাঁচিতে পারিনা, নিজেই যে ভাঙিয়া ও মুছিয়া যায়, তাহার মধ্যে ডুবিয়া আমার প্রাণের তৃষ্ণা মিটিতে পারে না। আমি চাই চির সত্য ও চিরানন্দ, মরণে মহাজীবন। চাই সর্বাপেক্ষা মহৎ ও মধুর যে, আমার উৎস ও লক্ষ্য যে, সেই পরম পবিত্র মহামহীয়ান প্রভুর কাছেই সর্বস্ব আমার লুণ্ঠিত করি, তাহারই মধ্যে অস্তিত্ব আমার লুপ্ত করিয়া অক্ষয় আনন্দে মগ্ন হই।

সারাংশ ঃ সংসারের বন্ধনের মধ্যে জীবনের সার্থকতা নেই। পরের উপকারের মধ্যে মহৎ জীবনের সফলতা। সেজন্য আত্মসুখে নিয়োজিত না হয়ে মহৎ কর্মের মাধ্যমে বিধাতার উদ্দেশে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারলেই অন্তরে পরম পরিতৃপ্তি আসবে।

১১

আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বিত্তের ওপরে নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি কেবল আগে যাবার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ড বেগে শুধুই আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে; মানুষ যদি এই মূঢ়তাকে জয় না করতে পারে, তবে মনুষ্যত্ব কথাটাই হয়তো লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে, যেখান থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই, এবার উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজলেই নয়।

সারাংশ ঃ বর্তমান বিশ্ব অর্থের প্রতি লোভ দেখিয়ে আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে। অর্থ-লালসা থেকে রেহাই না পেলে মনুষ্যত্বের অবসান ঘটবে। এই অধঃপতিত অবস্থা থেকে উদ্ধারের পথ এখনই খুঁজতে হবে।

১২

অভাব-আছে বলিয়াই জগৎ বৈচিত্র্যময়। অভাব না থাকিলে জীব-সৃষ্টি বৃথা হইত। অভাব আছে বলিয়াই অভাব পূরণের জন্য এত উদ্যম, এত উদ্যোগ। আমাদের সংসার অভাবক্ষেত্র বলিয়াই কর্মক্ষেত্র। অভাব না থাকিলে সকলকেই স্থানু, স্থবির হইতে হইত, মনুষ্য-জীবন বিড়ম্বনাময় হইত। মহাজ্ঞানীরা জগৎ হইতে দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু জগতে দুঃখ আছে বলিয়াই তো আমরা সেবার সুযোগ পাইয়াছি। সেবা মানব-জীবনের ধর্ম। দুঃখ আছে বলিয়াই সে সেবার পাত্র যত্রতত্র সদাকাল ছড়াইয়া রহিয়াছে। যিনি অন্নদান, বস্ত্রদান, জ্ঞানদান, বিদ্যাদান করেন, তিনি যেমন জগতের বন্ধু তেমনি যিনি দুঃখে আমাদের সেবার পাত্রে অজস্র দান করিতেছেন, তিনিও মানবের পরম বন্ধু। দুঃখকে শত্রু মনে করিও না, দুঃখ আমাদের বন্ধু।

সারাংশ ঃ অভাবের অস্তিত্ব জীবনকে বৈচিত্র্যময় করেছে। জীবন হয়েছে কর্মমুখর। সংসার থেকে দুঃখ দূর করার জন্য জ্ঞানীরা সাধনা করেন। পরোপকারীরা সেবার সুযোগ পান দুঃখী মানুষ আছে বলেই। তাই দুঃখ কখনও শত্রু নয়, দুঃখ মানুষের বন্ধু।

১৩

জীবনের কল্যাণের জন্য, মানুষের সুখের জন্য এ জগতে যিনি যত কথা বলিয়া থাকেন— তাহাই সাহিত্য। বাতাসের উপর চিন্তা ও কথা স্থায়ী হইতে পারে না— মানব জাতি তাই অক্ষর আবিষ্কার করিয়াছে। মানুষের মূল্যবান কথা, উৎকৃষ্ট চিন্তাগুলি কোন যুগে পাথরে, কোন যুগে গাছের পাতায় এবং বর্তমানে কাগজে লিখিয়া রাখা হইয়া থাকে। যে নিতান্তই হতভাগা, সেই সাহিত্যকে অনাদর করিয়া থাকে। সাহিত্যে মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষা মীমাংসা হয়। তোমার আত্মা হইতে যেমন তুমি বিচ্ছিন্ন হইতে পার না, সাহিত্যকেও তুমি তেমনি অস্বীকার করিতে পার না— উহাতে তোমার মৃত্যু— তোমার দুঃখ ও অসম্মান হয়।

সারাংশ ঃ মানব কল্যাণের কথা নিয়েই সাহিত্য রচিত হয়েছে। সাহিত্যে আছে মানুষের সর্বকালের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। তাই সাহিত্য মানুষের উপকারী, তার আনন্দের উৎস। সাহিত্যের সাথে সে কারণে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক থাকা দরকার।

১৪

বার্ধক্য তাহাই—যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই—যাহারা মায়াচ্ছন্ন, নবমানবের অভিনব জয়যাত্রার শুধু বোঝা নয়, বিঘ্ন ; শতাব্দীর নবযাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানেনা, পারেনা, যাহারা জীব হইয়াও জড়; যাহারা অটল সংস্কারের পাষাণস্তূপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই—যাহারা নব-অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে, জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে, অতিজ্ঞানের অগ্নিমান্দ্যে যাহারা আজ কঙ্কালসার—বৃদ্ধ তাহারাই।

সারাংশ ঃ পুরাতনকে যারা আঁকড়ে থাকে তারাই বৃদ্ধ। তারা জীবনে নবচেতনার বাধা। অগ্রগামী বিশ্বের সাথে তাদের যোগাযোগ নেই। তারা প্রভাত আলোকে ভয় পায়। জীর্ণ পুঁথির মধ্যে তাদের দৃষ্টি। তাদের মধ্যে জীবনের সচলতা নেই।

১৫

অমঙ্গলকে জগৎ হইতে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিও না; তাহা হইলে মঙ্গল সমেত উড়িয়া যাইবে। মঙ্গলকে যেভাবে গ্রহণ করিয়াছ, অমঙ্গলকে সেইভাবে গ্রহণ কর। অমঙ্গলের উপস্থিতি দেখিয়া ভীত হইতে পার; কিন্তু বিস্মিত হইবার হেতু নাই। অমঙ্গলের উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে যাইয়া উপকূলে হাবুডুবু খাইবার দরকার নাই। যেদিন জগতে মঙ্গলের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই দিনই অমঙ্গলের যুগপৎ উদ্ভব হইয়াছে। একই দিনে একই ক্ষণে একই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত উভয়ের উৎপত্তি। এককে ছাড়িয়া অন্যের অস্তিত্ব নাই, এককে ছাড়িয়া অন্যের অর্থ নাই। যেখান হইতে মঙ্গল, ঠিক সেইখান হইতেই অমঙ্গল। সুখ ছাড়িয়া দুঃখ নাই, দুঃখ ছাড়িয়া সুখ নাই। একই প্রস্রবণে, একই নির্ঝর-ধারাতে উভয় স্রোতস্বতী জন্মলাভ করিয়াছে ; একই সাগরে উভয়ে গিয়া মিশিয়াছে।

সারাংশ ঃ জগতে মঙ্গল আর অমঙ্গল পাশাপাশি বিরাজ করে। শুধু একটি নিয়েই জীবন নয়। অমঙ্গল আছে বলেই মঙ্গলকে উপভোগ করা যায়। দুঃখ আছে বলেই মানুষ সুখ বুঝতে পারে। সুখ না থাকলে দুঃখের স্বরূপও বোঝা যেত না। তাই জীবনে সুখদুঃখ উভয়কেই মেনে নিতে হবে।

১৬

বিদ্যা মানুষের মূল্যবান সম্পদ। কিন্তু চরিত্র তদপেক্ষাও মূল্যবান। অতএব কেবল বিদ্বান বলিয়াই কোন লোক সমাদর লাভের যোগ্য বিবেচিত হইতে পারে না। চরিত্রহীন লোক যদি নানা বিদ্যায় আপনার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া থাকে, তথাপি তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। প্রবাদ আছে যে, কোন কোন বিষধর সর্পের মস্তকে মণি থাকে। মণি মহামূল্য পদার্থ বটে; কিন্তু তাই বলিয়া যেমন মণিলাভের নিমিত্ত বিষধর সর্পের সাহচর্য করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে, সেইরূপ বিদ্যা আদরণীয় বিষয় হইলেও, বিদ্যালাভের নিমিত্ত বিদ্বান দুর্জনের নিকট গমন বিধেয় নহে। কেননা দুর্জনের সাহচর্যে আপনার নিষ্কলুষ চরিত্রও কলুষিত হইতে পারে, এবং এইরূপে মানব-জীবনের অমূল্য সম্পদ নষ্ট হইতে পারে।

সারাংশ ঃ বিদ্যা মূল্যবান হলেও মানুষের চরিত্রের মূল্য অনেক বেশি। বিদ্বান লোক চরিত্রহীন হলে বিষধর সাপের মত তা পরিত্যাজ্য। কারণ চরিত্রহীন লোকের সাহচর্যে ভাল মানুষের স্বভাবও নষ্ট হয়ে যায়। তাই দুর্জনের সঙ্গ ত্যাগ করা দরকার।

১৭

মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা সৈনিক-জীবনে। সৈনিক যে পথ দিয়া হাঁটেন, সে পথের ধূলাগুলিও পবিত্র—সৈনিক সামান্য নহেন। পাপকে দলন করিবার জন্য যে মানুষ অসি গ্রহণ করেন, তিনি অসামান্য। জীবনকে তুচ্ছ জানিয়া যিনি কামান-গোলার সম্মুখে বুক পাতিয়া দাঁড়ান, তিনি কত বড় তাহা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ ? সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দান করিবার সাহস যাঁহার আছে, তিনি কি শ্রেষ্ঠ মানুষ নন? খোদার সহিত প্রেম করিবার অধিকার সৈনিক ছাড়া আর কাহার আছে ? যে মানুষ জীবনের মায়ায় অসত্যকে নমস্কার করে, সে 'মানুষ' নয়।

সারাংশ ঃ সৈনিকই শ্রেষ্ঠ মানুষ। কারণ সে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ করে। তাই তার পথ পবিত্র। বিধাতার সাথে তার সম্পর্ক ভালবাসার। অপরদিকে অসত্যের অনুসারীরা যথার্থ মানুষ নয়।

১৮

যে মরিতে জানে সুখের অধিকার তাহারই। যে জয় করে ভোগ করা তাহাকেই সাজে। যে লোক জীবনের সঙ্গে সুখকে, বিলাসকে দুই হাতে আঁকড়াইয়া থাকে, সুখ তাহার সেই ঘৃণিত ক্রীতদাসের কাছে নিজের সমস্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দেয় না। তাহাকে উচ্ছিষ্টমাত্র দিয়া দ্বারে ফেলিয়া রাখে। আর, মৃত্যুর আহ্বান মাত্র যাহারা তুড়ি মারিয়া চলিয়া যায়, চির-আদৃত সুখের দিকে একবার পিছন ফিরিয়া তাকায় না, সুখ তাহাদিগকে চায়। সুখ তাহারাই জানে। যাহারা সবলে ত্যাগ করিতে পারে, তাহারাই প্রবলভাবে ভোগ করিতে পারে।

সারাংশ ঃ মৃত্যুকে ভয় না পেলেই যথার্থ সুখ ভোগ করা যায়। সুখকে যারা আঁকড়ে ধরে তারা আসল সুখ পায় না। জীবনের মায়া কাটানো দুঃসাহসী মানুষই ত্যাগের মাধ্যমে সুখ ভোগের দুর্লভ সুযোগ পেয়ে থাকে।

১৯

আমরা যে কত শিক্ষালোভী তার প্রমাণ আমাদের পাঁচ বৎসর বয়সে হাতে খড়ি হয়। আর কমসে কম একুশ বৎসর বয়সে হাতে-কালি মুখে-কালি আমরা সেনেট হাউস থেকে লিখে আসি। কিন্তু এতেও আমাদের শিক্ষার সাধ মেটে না। এর পরে আমরা সারা জীবন যখন যা কিছু পড়ি—তা কবিতাই হউক, আর গল্পই হউক— আমাদের মনে স্বতঃই এ প্রশ্নের উদয় হয় যে, আমরা এ পড়ে কি শিক্ষা লাভ করলুম। এ প্রশ্নের উত্তর মুখে মুখে দেওয়া অসম্ভব; কেননা, সাহিত্যের যা শিক্ষা তা হাতে হাতে পাওয়া যায় না। সাহিত্য যা দেয় তা আনন্দ; কিন্তু ও বস্তু আমরা জানিনে বলে মানিনে। আমাদের শিক্ষার ভিতর আনন্দ নেই বলে আনন্দের ভিতর যে শিক্ষা থাকতে পারে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

সারাংশ ঃ শিক্ষার মাধ্যমে জীবনে লাভের দিকটা দেখা এদেশের শিক্ষার লক্ষ্য। সেজন্য শিক্ষা থেকে আনন্দ পাওয়া যায় না। আনন্দের জন্য দরকার সাহিত্যের রস আস্বাদন। সাহিত্যে বাস্তব প্রয়োজন মিটে না বলে তার প্রতি আকর্ষণ থাকে না। সাহিত্যরসহীন শিক্ষা তাই আনন্দহীন।

২০

জাতিকে শক্তিশালী, শ্রেষ্ঠ, ধনসম্পদশালী, উন্নত ও সুখী করতে হলে শিক্ষা ও জ্ঞান বর্ষার বারিপাতের মত সর্বসাধারণের মধ্যে সমভাবে বিতরণ করতে হবে। দেশে সরল ও সহজ ভাষায় নানা প্রকারের পুস্তক প্রচার করলে এই কাজ সিদ্ধ হয়। শক্তিশালী দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষদের লেখনীর প্রভাবে একটা জাতির মানসিক ও পার্থিব অবস্থার পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে সংসাধিত হয়ে থাকে। দেশের প্রত্যেক মানুষ তার ভুল ও কুসংস্কার, অন্ধতা ও জড়তা, হীনতা ও

সঙ্কীর্ণতাকে পরিহার করে একটা বিনয়-মহিমোজ্জ্বল উচ্চ জীবনের ধারণা করতে শেখে, মনুষ্যত্ব ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করাই ধর্ম মনে করে, আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন হয় এবং গভীর দৃষ্টি লাভ করে। তারপর বিরাট জাতির বিরাট দেহে বিরাট শক্তি জেগে উঠে।

সারাংশ ঃ জাতিকে সবদিক থেকে উন্নত করতে হলে জনগণের মাঝে শিক্ষার প্রচলন প্রয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষার জন্য সহজ সরল ভাষায় বই লিখতে হবে। শক্তিশালী লেখক জাতিকে কুসংস্কার থেকে উদ্ধার করে উচ্চ জীবনের ধারণা দিতে পারেন। তখন জাতি মহৎ গুণের অধিকারী হয়ে জেগে ওঠে।

২১

ইসলাম কথায় ও কাজে এক। মুসলমান মুখে মুখে সাম্য এবং মানবতার কথা স্বীকার করিয়াই সন্তুষ্ট হয় না। ইমান, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার ভিতব দিয়া সে তাহার দৈনন্দিন জীবনে সাম্য ও মানবতার আদর্শকে সুন্দরভাবে রূপ দান করিবার চেষ্টা করে। মসজিদে যাও, দেখিবে বাদশাহের পাশে ক্রীতদাস দাঁড়াইয়া খোদার উদ্দেশ্যে মাথা নত করিতেছে। ইসলামে সাদা-কালোর ভেদ নাই, দাস-প্রভুর তফাৎ নাই। তাই ইসলাম ভৌগোলিক সীমা লঙ্ঘন করিয়া, বর্ণবৈষম্য তুলিয়া দিয়া সমস্ত মুসলমানকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে। ইসলামে আভিজাত্যের প্রশ্রয় নাই।

সারাংশ ঃ সাম্য ও মানবতার ধর্ম ইসলাম তার আদর্শকে দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত করে। ইসলামে বর্ণভেদ নেই, নেই উঁচু-নিচুর পার্থক্য। এই মহৎ আদর্শের জন্য ইসলাম ভৌগোলিক ব্যবধান দূর করে দিয়ে সকল মুসলমানের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন সৃষ্টি করেছে।

২২

সংহতি ও শৃঙ্খলা যেমন ব্যক্তিগত জীবনে, তেমনি রাষ্ট্রীয় জীবনে ও জাতীয় জীবনে মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসে। দুশমনের ষড়যন্ত্রে জাতির জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সঙ্কট দেখা দিতে পারে, সংহতি ও শৃঙ্খলা তা থেকে জাতিকে রক্ষা করে। ক্ষুদ্র স্বার্থান্ধতা ও ভেদ-বুদ্ধি পরিত্যাগ করে বৃহত্তর মানবতামুখী পরিচর্যায় পরিব্যাপ্ত করতে হবে আমাদের চিন্তা ও কর্মকে। তবেই তা অনিষ্টকর না হয়ে, হয়ে ওঠবে কল্যাণের, শান্তির। জাতির পক্ষে যে কোন পরিকল্পনা কার্যকরী করতে হলে, সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে চাই ঐক্য, শৃঙ্খলা ও শান্তি। শিক্ষা, ব্যবসায়, বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন বড়-ছোট, ধলো-কালো, পূর্বী-পশ্চিমী বলে কোন ভেদাভেদ থাকে না। সাম্য ও মৈত্রীর ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থাই মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসতে পারে। প্রগতি বলতে যদি জাতির প্রতিটি ব্যক্তির উন্নতি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি বোঝায়, তাহলে সে প্রগতি অবশ্যই ঐক্য, শৃঙ্খলা, ইমান, সাম্য ও মৈত্রীভিত্তিক হতে হবে। ব্যক্তির কল্যাণ মানেই জাতির কল্যাণ, আর জাতির কল্যাণ মানেই আন্তর্জাতিক তথা বিশ্বের কল্যাণ।

সারাংশ ঃ জাতীয় জীবনে সংহতি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করার মাধ্যমেই উন্নতি সাধন সম্ভব। জাতির মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকলে সাম্য ও মৈত্রীভিত্তিক সামাজিক ব্যবস্থা জাতির জন্য কল্যাণকর। ঐক্য ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনের উন্নতি আসে এবং তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে সঞ্চারিত হয়।

২৩

এই সেই রমযান মাস যাহাতে মানববৃন্দের পথপ্রদর্শক এবং সৎপথ ও মীমাংসার উচ্চ নিদর্শন কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হইয়াছে। এই সেই রমযান যাহার মধ্যে প্রভুর প্রথম দান মানুষকে সার্থক ও সুন্দর করিয়াছে। দারুণ গ্রীষ্মের দাবদাহের শেষে স্নিগ্ধ বারিধারার মত ইহারই মধ্যে প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছে কোরআনের মহাবাণী— গভীর অন্ধকারে শান্তি ও মুক্তির প্রথম জ্যোতিঃ বিভাগ। প্রভু জানাইয়াছেন, হে মানুষ, আমি আছি। আমি অনন্ত, অজয়, চিন্ময়, অরূপ। আমি তোমার সৃষ্টিকর্তা, আমি তোমার পালনকর্তা। আমাকে জান। 'একরা বেস্‌মে রাব্বিক'— 'তোমারই প্রতিপালকের নামে পড়'। তাই মুসলমানের মনোবীণায় রমযান এমন মহান বিরাট সুরের ঝংকার তুলিয়াছে।

সারাংশ ঃ পবিত্র রযমান মাসে মানুষকে সত্য পথ দেখানোর জন্য কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়েছিল। মানুষের শান্তি ও মুক্তির জন্য পবিত্র কুরআনে দয়ালু আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করে তাঁর অনুগত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাই রমযান মুসলমানদের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

২৪

সকল প্রকার কায়িক পরিশ্রম আমাদের দেশে অমর্যাদাকর বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। শ্রম যে আত্মসম্মানের অণুমাত্রও হানিকর নহে, বরং মানুষের শক্তি, সম্মান ও উন্নতির প্রকৃষ্ট ভিত্তি, এই বোধ আমাদের মধ্যে এখনও জাগে নাই। জগতের অন্যান্য মানব সমাজ শ্রম সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া সৌভাগ্যের সোপানে উঠিতেছে; আর আমরা কায়িক শ্রমকে ঘৃণা করিয়া দিন দিন দুর্গতি ও হীনতায় ডুবিতেছি। যাহারা শ্রমবিমুখ বা পরিশ্রমে অসমর্থ, জীবন সংগ্রামে তাহাদের পরাজয় অনিবার্য। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে অযোগ্যের পরিত্রাণ নাই। যাঁহারা যোগ্যতম, তাঁহারাই বাঁচিবার অধিকারী এবং অযোগ্যের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং পরিশ্রমের অমর্যাদা আত্মহত্যারই নামান্তর।

সারাংশ ঃ শ্রমবিমুখ হওয়ার জন্য আমাদের জাতির উন্নতি নেই। অপরদিকে উন্নত জাতিগুলো শ্রমের মাধ্যমেই সৌভাগ্যের সৃষ্টি করেছে। শ্রমকাতর মানুষ বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে যোগ্যতায় টিকে থাকতে পারছে না। যোগ্যতা দিয়েই বাঁচতে হবে। তাই জীবনে পরিশ্রম করা অত্যাবশ্যক।

২৫

মানুষের সুন্দর মুখ দেখে আনন্দিত হয়ো না। স্বভাবে যে সুন্দর নয়, দেখিতে সুন্দর হলেও তার স্বভাব, তার স্পর্শ, তার রীতি-নীতিকে মানুষ ঘৃণা করে। দুঃস্বভাবের মানুষ মনুষ্যের হৃদয়ে জ্বালা এবং বেদনা দেয়, তার সুন্দর মুখে মনুষ্য তৃপ্তি পায় না। অবোধ লোকেরাই মানুষের রূপ দেখে মুগ্ধ হয় এবং তার ফল ভোগ করে। যার স্বভাব মন্দ, সে নিজেও দুষ্ক্রিয়াশীল, মিথ্যাবাদী, দুর্মতিকে ঘৃণা করে। মানুষ নিজে স্বভাবে সুন্দর না হলেও সে স্বভাবের সৌন্দর্যকে ভালবাসে।

সারাংশ ঃ দৈহিক সৌন্দর্যের চেয়ে স্বভাবের সৌন্দর্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। স্বভাব ভাল না হলে তার সৌন্দর্যের কোন দাম নেই। মন্দ স্বভাবের লোককে সবাই ঘৃণা করে। রূপ দেখে মুগ্ধ না হয়ে স্বভাবের সৌন্দর্যকে ভালবাসা উচিত।

২৬

আমি ভালবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে— আমি কামনা করেছি মুক্তিকে যে মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে— আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি 'সদা জানানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। আমি আবাল্য অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য সাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য, আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি— তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে— এখানে সর্বদেশ, সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা, তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার, আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।

সারাংশ ঃ জগৎ ও তার মানুষের প্রতি ভালবাসাতেই জীবনের সার্থকতা নির্ভরশীল। নরদেবতার কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করার মধ্যে সকল কর্মের সার্থকতা বিদ্যমান। এই পৃথিবীই মানব জীবনের সাধনার ক্ষেত্র। এখানে মানব কল্যাণে লাগতে পারলেই পরম তৃপ্তি।

২৭

অনেকের ইন্দ্রিয় সংযত, কিন্তু তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ নয়। ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করিব না; কিন্তু আমি ভাল থাকিব এবং আমার ইন্দ্রিয়গুলি ভাল থাকিবে— এই বাসনা তাহাদের মনে প্রবল। আমার ধন হউক, আমার মান হউক, আমার সম্পদ হউক, আমার সৌভাগ্য হউক, আমি বড় হই, আর সবাই আমার চেয়ে ছোট হউক, তাঁহারা এইরূপ কামনা করেন। এই সকল

অভীষ্ট যাহাতে সিদ্ধ হয়, তাঁহারা চিরকাল সেই চেষ্টায় সেই উদ্যোগে ব্যস্ত থাকেন। সেইজন্য না করেন এমন কাজ নাই, তদ্ভিন্ন মন দেন এমন বিষয় নাই। যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত তাহাদের অপেক্ষাও ইহারা নিকৃষ্ট। ইহাদের নিকট ধর্ম কিছুই নহে, জ্ঞান কিছুই নহে, ভক্তি কিছুই নহে। তাঁহারা আল্লাহকে বাহ্যত মানেন বটে, কিন্তু কার্যত তাঁহাদের ধর্ম বলিয়া কিছুই নাই। কেবল আপনি আছেন, আপনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইন্দ্রিয়াসক্তি অপেক্ষাও এই স্বার্থপরতা চিত্ত-শুদ্ধির অন্তরায়। পরার্থ ভিন্ন চিত্ত-শুদ্ধি নাই।

সারাংশ ঃ ইন্দ্রিয়াসক্ত মানুষের চেয়ে স্বার্থপর মানুষ আরও বেশি মন্দ। নিজেকে সম্পদশালী করে তোলার জন্য যারা মানুষের সেবা থেকে নিজেকে বিরত রাখে তারা যথার্থ মনুষ্যত্বের অধিকারী নয়। সম্পদের অন্ধ মোহে তারা বিভ্রান্ত। এই মোহ থেকে উদ্ধারের জন্য পরের উপকারে নিয়োজিত হতে হবে।

২৮

যতটুকু আবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎ পরিমাণে আবশ্যক শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান থাকা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য ও আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। —অর্থাৎ যতটুকু কেবল মাত্র শিক্ষা আবশ্যক— তাহারই মধ্যে ছাত্রদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলেরা ভাল করিয়া মানুষ হইতে পারে না, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালকই থাকিয়া যায়।

সারাংশ ঃ অত্যাবশ্যক বিষয়ের মধ্যে শিক্ষা আবদ্ধ করে রাখলে সে শিক্ষায় মানুষের জীবন বিকাশের সুযোগ পায় না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সাথে স্বাধীন ও আনন্দময় পাঠ না মিশালে মানুষের মানসিক পরিণতি সাধিত হয় না। সেজন্য শিক্ষার সাথে আনন্দ থাকতে হবে।

২৯

নিরবচ্ছিন্ন এক বিদ্যা আলোচনা দ্বারা যদিও সেই বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ হইতে পারে, কিন্তু মনের সাধারণ শক্তির তদ্বারা বৃদ্ধি না হইয়া বরং হ্রাস হইয়া যায়; এবং এইরূপে পণ্ডিতমূর্খ বলিয়া যে এক শ্রেণীর বিচিত্র লোক আছে, তাহার সৃষ্টি হয়। বিদ্যা শিক্ষা করিয়াও যদি মানসিক শিক্ষার অভাবে লোকে এইরূপ পরিহাস ভাজন হইতে পারে, তবে সেই অত্যাবশ্যক মানসিক শিক্ষা কি এবং কিরূপে তাহা লাভ করা যায়—উৎসুক হইয়া সকলেই এই প্রশ্ন করিবেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে মানসিক শিক্ষা কেবল বিষয়বিশেষের জ্ঞানলাভ নহে, সকল বিষয়েই জ্ঞানলাভের শক্তিবর্ধন ইহার মূল লক্ষণ।

সেই শক্তিবর্ধনের উপায়, নানা-বিষয়ের যথাসম্ভব শিক্ষা এবং সকল বিষয়ই যথাসম্ভব আয়ত্ত করিবার অভ্যাস। সকল বিষয় সকলের সম্যকরূপে আয়ত্ত হইতে পারে না, কিন্তু সকল বিষয়েরই সহজ কথা কিয়ৎ পরিমাণে আয়ত্ত করার শক্তি সকল প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিরই থাকা উচিত এবং একটু যত্ন করিলেই সে শক্তি পাওয়া যায়। প্রকৃত মানসিক শিক্ষা না হইলে জ্ঞান লাভ হয় না।

সারাংশ ঃ বিশেষ একটি বিষয়ে জ্ঞান সীমাবদ্ধ রাখলে যথার্থ জ্ঞানী হওয়া যায় না। সকল বিষয়ের ওপর জ্ঞান অর্জন করে মানসিক শিক্ষা লাভ করলেই প্রকৃত জ্ঞানীর মর্যাদা পাওয়া যায়। তাই বিদ্যা শিক্ষার সময় বিষয় বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

৩০

বিশ্বজগৎ মঙ্গলে পূর্ণ ও আনন্দে পূর্ণ, স্বীকার করিতে আপত্তি নাই, যদি সেই মঙ্গল শব্দ ও আনন্দ শব্দ প্রচলিত অভিধানসঙ্গত অর্থে ব্যবহৃত না হয়। আমরা মঙ্গল বলিতে যাহা বুঝিতে পারি, অমঙ্গল ছাড়িয়া ও দুঃখ ছাড়িয়া তাহার অস্তিত্ব নাই। আমাদের নিকট আঁধার ছাড়িয়া আলো নাই, সাদা ছাড়িয়া কাল নাই, দুঃখ ছাড়িয়া সুখ নাই। জগৎ হইতে যদি

আঁধারের বিলোপসাধন করিতে যাই, সঙ্গে সঙ্গে আলোকের বিলোপ সাধন ঘটিয়া যাইবে। দুঃখকে যদি নির্বাসিত করিতে যাই, সুখও সঙ্গে সঙ্গে নির্বাসিত হইয়া যাইবে। আঁধার ও আঁধার ও আঁধার— নিরবচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ আঁধার কেমন তাহা বুঝিতে পারি না। আবার আলোক আর আলোক আর আলোক—নিরবচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ আলোক কেমন, তাহাও আমাদের কল্পনার অনধিগম্য। আলোকের পার্শ্বে আমরা আঁধার দেখিতে পাই; আঁধার আছে বলিয়াই আমরা আলোকের অস্তিত্ব প্রত্যয় করি। অমঙ্গলকে লোপ কর; মঙ্গলকে ধরিয়া রাখা অসাধ্য হইবে, মঙ্গল সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইবে। অমঙ্গলের পার্শ্বে থাকিয়াই মঙ্গল মঙ্গল, নতুবা মঙ্গল অর্থশূন্য বাতুলের প্রলাপ।

সারাংশ ঃ বিশ্ব জগতে মঙ্গলকে উপলব্ধি করতে হলে পাশাপাশি অমঙ্গলের কথা স্বীকার করতে হবে। কারণ মঙ্গল-অমঙ্গল একত্র বিরাজমান। অমঙ্গল থাকলে মঙ্গল চেনা যায়। তাই শুধু মঙ্গল বা শুধু অমঙ্গল চিন্তা করা যথার্থ নয়।

৩১

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে সে ঘুমাইয়া-পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

সারাংশ ঃ গ্রন্থাগারের মধ্যে মানব মনের ভাবের বন্যা আবদ্ধ হয়ে আছে। অনন্তকাল ধরে মানুষের ভাবনার বাণীরূপ হল গ্রন্থাগার। ভাবের এই আবদ্ধ বন্যা যদি মুক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে তা হলে বিশ্বজগৎ মুখরিত হয়ে উঠবে।

৩২

যাহারা মুখ্যভাবে ঠকাইয়া স্বার্থসিদ্ধি করিতে যায় আমরা তাহাদিগকে শীঘ্রই চিনিয়া ফেলি এবং "শঠ", "তস্কর", "অত্যাচারী" আদি নিন্দিত বিশেষণের কলঙ্কে চিহ্নিত করিয়া জগৎকে সতর্ক করি, কিন্তু যাঁহারা গৌণভাবে ঠকাইয়া কার্যোদ্ধার করেন তাঁহাদের বাহ্য উজ্জ্বলতায় মুগ্ধ হইয়া আমরা তাঁহাদিগকে "উদ্যোগী", "কৃতী", "যশস্বী" আদি প্রশংসিত আখ্যায় বিভূষিত করি। কেহ সোনা বলিয়া পিতল বিক্রয় করিলে আমরা তাহাকে শঠ বলি, কিন্তু যখন কেহ সোনাই উচিত মূল্য অপেক্ষা অধিক টাকায় বিক্রয় করিয়া বড় লোক হয়, আমরা তাহাকে কৃতী পুরুষ বলি।

সারাংশ ঃ অন্যকে প্রকাশ্যভাবে ঠকিয়ে যারা স্বার্থ সিদ্ধি করে তাদের ঠক বলা হয়। কিন্তু যারা সুকৌশলে অন্যকে ফাঁকি দিয়ে বিত্তবান হয় তারা প্রশংসা লাভ করে। লোকে তাদের ঐশ্বর্যের প্রশংসা করলেও তারা প্রবঞ্চক থেকে কোন অংশেই ভাল নয়।

৩৩

মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিবার উপায় জগতের একটি প্রাণীরও নাই। সুতরাং এই অবধারিত সত্যকে সানন্দে স্বীকার করিয়া নিয়াও মৃত্যুকে জয় করিবার জন্য একটি বিশেষ কৌশল আয়ত্ত করিতে হইবে। তাহা হইতেছে, অতীতের পূর্বপুরুষদের সাধনাকে নিজের জীবনে এমনভাবে রূপবন্ত করা যেন ইহার ফলে তোমার বা আমার মৃত্যুর পরেও সেই সাধনার শুভফল তোমার পুত্রাদিক্রমে বা আমার শিষ্যাদিক্রমে জগতের মধ্যে ক্রমবিস্তারিত হইতে পারে। মৃত্যু তোমার দেহকেই মাত্র ধ্বংস করিতে পারিল, তোমার আরব্ধ সাধনার ক্রমবিকাশকে অবরুদ্ধ করিতে পারিল না,— এইখানেই মহাবিক্রান্ত মৃত্যুর আসল পরাজয়।

সারাংশ ঃ মরণের হাত থেকে বাঁচার সুযোগ নেই। কিন্তু মানুষের সাধনার ফল জগতে রেখে যেতে পারলে মানুষ অমরতা লাভ করতে পারে। দেহের অবসান ঘটলেও মহৎ সাধনা মানুষের স্মৃতিকে অমর করে রাখে।

৩৪

একটা বরফের পিণ্ড ও ঝরণার মধ্যে তফাৎ কোনখানে ? না, বরফের পিণ্ডের মধ্যে নিজস্ব গতি নেই। তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে তবে সে চলে।

কিন্তু ঝরণার যে গতি সে তার নিজের গতি, সেজন্য এই গতিতেই তার ব্যাপ্তি, তার মুক্তি, তার সৌন্দর্য। এইজন্য গতিপথে সে যত আঘাত পায়, ততই তাকে বৈচিত্র্য দান করে। বাধায় তার ক্ষতি নেই, চলায় তার শ্রান্তি নেই।

মানুষের মনেও যখন রসের আবির্ভাব না থাকে, তখনই সে জড়পিণ্ড। তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় ভাবনাই তাহাকে ঠেলে কাজ করায় তখন প্রতি কাজে পদে পদেই তার ক্লান্তি। সেই নীরস অবস্থাতেই মানুষ অন্তরের নিশ্চলতা থেকে বাহিরেও কেবলি নিশ্চলতা বিস্তার করতে থাকে। তখনই তার যত খুঁটিনাটি, যত আচার-বিচার, যত শাস্ত্র-শাসন। তখন মানুষের মন গতিহীন বলেই বাহিরেও আষ্টেপৃষ্ঠে সে বদ্ধ।

সারাংশ ঃ মানুষের মনকে বরফের পিণ্ডের মত জড় পদার্থ না করে ঝর্ণার মত গতিশীল করতে পারলে জীবনের বৈশিষ্ট্য যথার্থরূপে প্রকাশ পায়। জীবন যদি গতিহীন হয় তবে সেখানে নানা কুসংস্কার এসে তার বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে।

৩৫

মাতৃস্নেহের তুলনা নাই, কিন্তু অতি স্নেহে অনেক সময় অমঙ্গল আনয়ন করে। যে স্নেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃহৃদয়ের মমতার প্রাবল্যে মানুষ আপনাকে হারাইয়া আপন শক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারে না। নিয়ত মাতৃস্নেহের অন্তরালে অবস্থান করিয়া আত্মশক্তির সন্ধান সে পায় না— দুর্বল, অসহায় পক্ষীশাবকের মত চিরদিন স্নেহাতিশয্যে আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীরু, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়।

সারাংশ ঃ মায়ের স্নেহ অতুলনীয় হলেও তার আধিক্য সন্তানকে পরনির্ভরশীল করে তোলে। স্নেহ বেশি হলে নিজের শক্তি লোপ পায় এবং তা মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে বাধা হয়ে ওঠে। তাই বেশি স্নেহ প্রকাশ উচিত নয়।

৩৬

ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবাই হল জ্ঞানীর কাজ। পিঁপড়ে-মৌমাছি পর্যন্ত যখন ভবিষ্যতের জন্য ব্যতিব্যস্ত তখন মানুষের কথা বলাই বাহুল্য। ফকির-সন্ন্যাসী যে ঘর-বাড়ি ছেড়ে আহার-নিদ্রা ভুলে পাহাড়-জঙ্গলে চোখ বুজে বসে থাকে, সেটা যদি নিতান্ত গঞ্জিকার কৃপায় না হয়, তবে বলতে হবে ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে। সমস্ত জীব-জন্তুর দুটো চোখ সামনে থাকবার মানে হল ভবিষ্যতের দিকে যেন নজর থাকে। অতীতের ভাবনা ভেবে লাভ নেই। পণ্ডিতেরা ত বলে গেছেন, 'গতস্য শোচনা নাস্তি।' আর বর্তমান সে-ত নেই বললেই চলে। এই যেটা বর্তমান সেই—এই কথা বলতে বলতে অতীত হয়ে গেল। কাজেই তরঙ্গ গোনা আর বর্তমানের চিন্তা করা সমানই অনর্থক। ভবিষ্যতটা হল আসল জিনিস। সেটা কখনও শেষ হয় না। তাই ভবিষ্যতের মানব কেমন হবে সেটা একবার ভেবে দেখা উচিত।

সারাংশ ঃ জ্ঞানীরা ভবিষ্যতের কথা ভাবেন। সবাই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন। অতীত গত বলে তার ভাবনার কিছু নেই। আগামী দিনের ব্যাপারে সবাই সচেতন এবং তখন কি হবে সেই ভাবনা সবার মনে বিরাজ করে।

৩৭

এদেশের লোক যে যৌবনের কপালে রাজটিকার পরিবর্তে তার পৃষ্ঠে রাজদণ্ড প্রয়োগ করতে সদাই প্রস্তুত, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। এর কারণ হচ্ছে যে আমাদের বিশ্বাস মানব জীবনে যৌবন একটা মাত্র ফাঁড়া— কোন রকমে সেটি কাটিয়ে উঠতে পারলেই বাঁচা যায়। এ অবস্থায় কি জ্ঞানী কি অজ্ঞানী সকলেই চান যে এক লম্ফে বাল্য থেকে বার্ধক্যে উত্তীর্ণ হন। যৌবনের নামে আমরা ভয় পাই, কেননা তার অন্তরে শক্তি আছে। অপরপক্ষে বালকের মনে শক্তি নেই, বৃদ্ধের দেহে

শক্তি নেই, বালকের জ্ঞান নেই, বৃদ্ধের জ্ঞান নেই। তাই আমাদের নিয়ত চেষ্টা হচ্ছে দেহের জড়তার সঙ্গে মনের জড়তার মিলন করা, অজ্ঞতার সঙ্গে বিজ্ঞতার সন্ধি স্থাপন করা। তাই আমাদের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইঁচড়ে পাকানো, আর আমাদের সমাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগ দিয়ে পাকানো।

সারাংশ ঃ যৌবন সম্পর্কে আমাদের দেশের লোকেরা মোটেই সচেতন নয়। যৌবনের মধ্যে প্রাণপ্রাচুর্য বিদ্যমান তারা তা বিবেচনা করে না। তারা বাল্য ও বার্ধক্য সম্পর্কে বেশি তৎপর। যৌবনের প্রতি উপেক্ষার জন্য আমাদের দেহ ও মনে জড়তা বিদ্যমান।

৩৮

যে জাতির লক্ষ্য 'সত্য' নহে, সে জাতির কোন সাধনাই সফল হবে না। 'সত্যবর্জিত' জাতির জীবন অন্ধকার— জাতির উন্নতির জন্য তারা বৃথাই শরীরের রক্তপাত করে, সত্যই শক্তি। এ সকল কল্যাণের মূল। এতে মানুষের সর্বপ্রকার দুঃখের মীমাংসা হয়। সত্যকে ত্যাগ করে কোন জাতি কোনদিন বড় হয়নি, হবে না। মানব জীবনের লক্ষ্যই সত্য। এটাই শান্তি ও ঐক্যের পথ। সত্যের অভাব বিরোধ ও দুঃখ সৃষ্টি করে। মানুষে মানুষে, বন্ধুতে বন্ধুতে, আত্মীয়ে আত্মীয়ে— পরস্পর মতান্তর উপস্থিত হয়। সত্য বর্জন করে তোমরা কোন কাজ করতে যেও না— এর ফল পরাজয়।

কথায় কথায় মিথ্যাচরণ, বাক্যের মূল্যকে অশ্রদ্ধা করা— এসব সত্যনিষ্ঠ জাতির লক্ষণ নয়। স্বাধীন হবার জন্য বা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সত্যের শ্রদ্ধাবোধহীন জাতি যতই চেষ্টা করুক, তাদের আবেদন-নিবেদন আল্লাহতায়ালার কাছে পৌঁছবে না। তাদের স্বাধীনতার মন্দির-দ্বার থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হবে।

সারাংশ ঃ সত্যই শক্তি। সত্যের সাধনার মাধ্যমে জাতির উন্নতি ঘটে। সকল কল্যাণ নিহিত আছে সত্যের মধ্যে। সত্যকে বিসর্জন দিলে মানুষে মানুষে বিরোধ বাধে। স্বাধীনতার মর্যাদা রাখার জন্যও সত্যের অনুসরণ বাঞ্ছনীয়।

৩৯

সত্য ওজন দরে বা গজের মাপে বিক্রয় হয় না, তাহা ছোট হইলেও বড়। পর্বত পরিমাণ খড়-বিচালি স্ফুলিঙ্গ পরিমাণ আগুনের চেয়ে দেখিতেই বড়, কিন্তু আসলে বড় নহে। সমস্ত সেজের মধ্যে যেখানে সলিতার সূচাগ্র পরিমাণ মুখটিতে আলো জ্বলিতেছে, সেখানেই সমস্ত সেজটার সার্থকতা। তেলের নিম্নভাগে অনেকখানি জল আছে, তাহার পরিমাণ যতই হোক, সেইটিকে আসল জিনিস বলিবার কোন হেতু নেই। সকল সমাজেই সমস্ত সমাজ-প্রদীপের আলোটুকু যাঁহারা জ্বালাইয়া আছেন, তাঁহারা সংখ্যা হিসাবে নহে, সভ্য হিসাবে সে সমাজে অগ্রগণ্য— তাঁহারা দগ্ধ হইতেছেন। আপনাকে তাঁহারা নিমিষে ত্যাগ করিতেছেন তবু তাঁহাদের শিক্ষা সমাজে সকলের চেয়ে উচ্চ— সমাজে তাঁহারাই সজীব ও তাঁহারাই দীপ্যমান।

সারাংশ ঃ সত্য পরিমাণে কম হলেও তার গুরুত্ব অনেক বেশি। সত্য সকলের পেছনে থেকে প্রেরণা যোগায়। সমাজে যাঁরা অবদান রাখেন তাঁরা সত্যের সাধক। সংখ্যায় তাঁরা কম হলেও তাঁদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁরাই সচেতনতার পরিচয় দেন।

৪০

কবিতার শব্দ কবির অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির প্রতীক। বাক্যের মধ্যে অথবা পদবন্ধের মধ্যে প্রত্যেকটি শব্দ আপন আপন বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল। যাঁরা কবিতা লিখবেন, তাঁদের মনে রাখতে হবে যে, অনুভূতিদীপ্ত, শব্দসম্ভার আয়ত্তে না থাকলে, প্রত্যেকটি শব্দের ঐতিহ্য সম্পর্কে বোধ স্পষ্ট না হলে, কবিতা নিছক বাকচাতুর্য হয়ে দাঁড়াবে মাত্র। কবিতাকে জীবনের সমালোচনাই বলি বা অন্তরালের সৌন্দর্যকে জাগ্রত করবার উপাদানই বলি, কবিতা সর্বক্ষেত্রে শব্দের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এই শব্দকে আমাদের চিনতে হবে।

সারাংশ ঃ কবিতায় শব্দের গুরুত্ব অপরিসীম। কবিতায় শব্দ মনের ভাবকে ব্যঞ্জনাময় করে তোলে। সেজন্য কবিতা রচনাকালে প্রত্যেকটি শব্দের ব্যঞ্জনা সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। শব্দ সচেতনতাই কবিতার প্রাণ।

৪১

সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া। স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষের সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়, অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃত বুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহঙ্কার, পারিবারিক অহঙ্কার, জাতিগত অহঙ্কার— এ সবের নিশান উড়ানোই এদের কাজ। মাঝে মাঝে মানব প্রেমের কথাও তারা বলে, কিন্তু তাতে নেশা ধরে না, মনে হয় আন্তরিকতাশূন্য উপলব্ধিহীন বুলি।

সারাংশ ঃ মানব জীবনকে অনুকূল পরিবেশে বিকাশের সুযোগ দেওয়া সমাজের কাজ। কিন্তু সমাজে এক ধরনের স্বার্থপর মানুষ আছে যারা প্রেম ও সৌন্দর্য বঞ্চিত এবং তারা অহঙ্কারের বশবর্তী। সমাজের প্রতি তাদের তথাকথিত সহানুভূতি কোন কাজে আসে না।

৪২

এটা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, পৃথিবীতে যেখানে এসে তুমি থামবে, সেখান থেকেই তোমার ধ্বংস আরম্ভ হবে। কারণ তুমি কেবল একলা থামবে, আর কেউ থামবে না। জগৎ-প্রবাহের সঙ্গে সমগতিতে যদি না চলতে পার তো প্রবাহের সমস্ত সচল বেগ তোমার ওপর এসে আঘাত করবে, একেবারে বিদীর্ণ বিপর্যস্ত হবে কিংবা অল্পে অল্পে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কালস্রোতের তলদেশে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হয় অবিরাম চল এবং জীবন চর্চা কর, নয় বিশ্রাম কর এবং বিলুপ্ত হও, পৃথিবীর এই রকম নিয়ম।

সারাংশ ঃ পৃথিবীতে গতিই জীবন। তাই কোথাও থামা চলবে না। সবকিছু যেখানে অনবরত এগিয়ে যাচ্ছে সেখানে কেউ থেমে গেলে তার জীবনের অবসান ঘটবে। গতিতে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে হবে, নইলে জীবন থেকে সরে যেতে হবে।

৪৩

আমাদের মনের ভাবের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই এই, সে নানা মনের মধ্যে নিজকে অনুভূত করিতে চায়। প্রকৃতিতে আমরা দেখি, ব্যাপ্ত হইবার জন্য, টিকিয়া থাকিবার জন্য প্রাণীদের মধ্যে সর্বদা একটা চেষ্টা চলিতেছে। যে জীব সন্তানের দ্বারা আপনাকে বহুগুণিত করিয়া যত বেশি জায়গা জুড়িতে পারে, তাহার জীবনের অধিকার তত বেশি বাড়িয়া যায়, নিজের অস্তিত্বকে সে যেন তত অধিক সত্য করিয়া তোলে।

মানুষের মনোভাবের মধ্যেও সেই রকমের একটা চেষ্টা আছে। তফাতের মধ্যে এই যে, প্রাণের অধিকার দেশে ও কালে, মনোভাবের অধিকার মনে এবং কালে। মনোভাবের চেষ্টা বহুকাল ধরিয়া বহু মনকে আয়ত্ত করা।

সারাংশ ঃ মানব মনের ভাব অপরের মনে ছড়িয়ে যেতে চায়। অপরের মনে আশ্রয় করে ভাবের এই টিকে থাকার প্রবণতা সকল সৃষ্টির মধ্যেও প্রত্যক্ষ করা চলে। মানুষের মনোভাব বহুকাল জুড়ে বর্তমান থাকার জন্যই অপরের মনে আশয় নেয়।

৪৪

নিন্দা না থাকিলে পৃথিবীতে জীবনের গৌরব কি থাকিত? একটা ভাল কাজে হাত দিলাম, তাহার নিন্দা কেহ করে না,— সে ভাল কাজের দাম কি! একটা ভাল কিছু লিখিলাম, তাহার নিন্দুক কেহ নাই— ভাল গ্রন্থের পক্ষে এমন মর্মান্তিক অনাদর কি হতে পারে ? জীবনকে ধর্মচর্চায় উৎসর্গ করিলাম, যদি কোন মন্দ লোক তাহার মধ্যে মন্দ অভিপ্রায় না দেখিল, তবে সাধুতা যে নিতান্তই সহজ হইয়া পড়িল। মহত্ত্বকে পদে পদে কাঁটা মাড়াইয়া চলিতে হয়। ইহাতে যে হার মানে, বীরের সদগতি সে লাভ করে না। পৃথিবীতে নিন্দা দোষীকে সংশোধন করিবার জন্য আছে তাহা নহে, মহত্ত্বকে গৌরব দেওয়া তাহার একটা মস্ত কাজ।

সারাংশ ঃ নিন্দা জীবনের কর্মমুখরতাকে গৌরবান্বিত করে। নিন্দুকেরা দোষ ধরে মহৎ কাজের প্রেরণা দেয়। মহত্ত্ব বাধা অতিক্রম করে চলতে পারলেই তার মর্যাদা বাড়ে। নিন্দার কাছে পরাজয় অগৌরবের। নিন্দা শুধু দোষ দেখে না, নিন্দা মহত্ত্বের স্বীকৃতি দেয়।

৪৫

নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে, জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই। প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষেরও সে ধর্ম। পার্থক্য কেবল তরুলতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির উপর তাদের নিজেদের কোন হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির উপরে তার নিজের হাত রয়েছে। আর এখানেই মানুষের মর্যাদা। মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও। মানুষকে আত্মা সৃষ্টি করে নিতে হয়, তা তৈরি পাওয়া যায় না। সুখ-দুঃখ বেদনা উপলব্ধির ফলে অন্তরের যে পরিপক্বতা, তাইতো আত্মা।

সারাংশ ঃ গাছের কাছ থেকে জীবনের সার্থকতার শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। গাছ ক্রমাগত বেড়ে ফুল ও ফল দান করে সার্থক হয়ে উঠছে। মানুষও তেমনি নিজের সাধনা দিয়ে আত্মাকে বিকশিত করে তুলবে। তাতেই জীবনের সার্থকতা।

৪৬

কাব্য সংগীত প্রভৃতি রসসৃষ্টি বস্তু বাহুল্য বিরল রিক্ততার অপেক্ষা রাখে। তাদের চারদিকে যদি অবকাশ না থাকে, তাহলে সম্পূর্ণ মূর্তিতে তাদের দেখা যায় না। আজকালকার দিনে সেই অবকাশ নেই, তাই এখনকার লোকে সাহিত্য বা কলা সৃষ্টির সম্পূর্ণতা থেকে বঞ্চিত। তারা রস চায় না, মদ চায়। চিত্তের জাগরণ তাদের কাছে শূন্য, তারা চায় যা চমক লাগে। ভিড়ের ঠেলাঠেলির মধ্যে অন্যমনস্কের মত যদি কাব্যকে, গানকে পেতে হয় তাহলে তার খুব আড়ম্বরের ঘটা করার দরকার। কিন্তু সে আড়ম্বরে শ্রোতার কানকেই পাওয়া যায় মাত্র, ভিতরের রসের কথাটা আরও বেশি করে ঢাকাই পড়ে। কারণ সরলতা, সচ্ছলতা আর্টের যথার্থ আবরণ।

সারাংশ ঃ শিল্পের মাধুর্য সরলতার ওপর নির্ভরশীল। অবকাশ সে সুযোগ এনে দেয়। আজকের দিনে ভিড়ের মধ্যে সে পরিবেশ থাকে না বলে জোর করে মনকে আকর্ষণ করা হয়। এতে শ্রোতা পাওয়া গেলেও মন পাওয়া যায় না।

৪৭

যাহারা স্বয়ং চেষ্টা করেন আল্লাহ তাহাদের সহায় হন। পৃথিবীতে যাহারা বড়লোক হইয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবনী পাঠ করিলেই আমরা এই শিক্ষাই পাইয়া থাকি। বিদ্যাই হউক আর ধনই হউক, পরিশ্রম না করিলে কেহ তাহা লাভ করিতে পারে না। এক রাজপুত্র এক পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন, "মহাশয়! সাধারণ লোক পরিশ্রম করিয়া বিদ্যা লাভ করিয়া থাকে। আমি রাজপুত্র, পরিশ্রমে অভ্যস্ত নহি। আমার জন্য কি বিদ্যা অর্জনের কোন সহজ পথ করিয়া দিতে পারেন না?" পণ্ডিত বলিলেন, " রাজার বা রাজপুত্রের জন্য বিদ্যা শিক্ষার স্বতন্ত্র উপায় নাই।"

অনেক বালক আছে যাহারা কোন শিক্ষক মহোদয়ের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। অভিধান খুলিয়া কষ্ট স্বীকার না করিয়া অর্থ পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করে— এইরূপ লোক কখনও জগতে উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

সারাংশ ঃ জীবনে বড় হওয়ার জন্য সাধনার প্রয়োজন। যে নিজে চেষ্টা করে আল্লাহ তার সহায়। সাধনা ছাড়া বিদ্যা বা ধন কোন কিছুই অর্জন সম্ভব নয়। সফলতার কোন সহজ পথও নেই। যে নিজে পরিশ্রম না করে পরনির্ভরশীল হতে চায় তার উন্নতি হয় না।

৪৮

কোন্ পাথেয় নিয়ে তোমরা এসেছ? মহৎ আকাঙ্ক্ষা। তোমরা শিখবে বলে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছ। কি শিখতে হবে ভেবে দেখ। পাখি তার মা বাপের কাছে কি শিখে, পাখা মেলতে শেখে; উড়তে শেখে। মানুষকে তার অন্তরের পাখা মেলতে শিখতে হবে; তাকে শিখতে হবে কি করে বড় করে আকাঙ্ক্ষা করতে হয়। পেট ভরাতে হবে এ শিখবার জন্য বেশি

সাধনার দরকার নেই, কিন্তু পুরোপুরি মানুষ হতে হবে এই শিক্ষার জন্য যে অপরিমিত আকাঙ্ক্ষার দরকার শেষ পর্যন্ত জাগিয়ে রাখবার জন্য প্রয়োজন মানুষের শিক্ষা।

সারাংশ ঃ উচ্চাকাঙ্ক্ষা শিক্ষার পথের প্রধান পাথেয়। জীবিকার জন্য শিক্ষা লাভে সাধনার তেমন প্রয়োজন নেই। কিন্তু জীবনকে যথার্থ সফল করার জন্য দরকার উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রেরণা। এই প্রেরণা আসে শিক্ষা থেকে।

৪৯

তুমি যদি অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হও, সিংহাসনে বসিয়া অনেকের উপর প্রভুত্ব কর, লোকে তোমাকে মহারাজ চক্রবর্তী বড় মানুষ বলিয়া মহাসম্ভ্রমে সম্বোধন করিবে। কিন্তু তুমি যদি আসল মানুষ না হও, তবে মানুষ তোমায় কখনই মানুষ বলবে না। ধনে কি মানুষ বড় হয় ? ধনের বড় মানুষ কখনই মনের বড় মানুষ নহে, ধনের মানুষ মানুষ নয়, মনের মানুষই মানুষ। আমি ধন দেখিয়া তোমাকে সমাদর করিব না, জন দেখিয়া তোমাকে আদর করিব না, সিংহাসন দেখিয়া তোমায় সম্মান করিব না, বাহুল্যের জন্য তোমায় সম্মান করিব না— কেবল মন দেখিয়া তোমায় পূজা করিব।

সারাংশ ঃ সম্পদ বা ক্ষমতা মানুষকে প্রকৃত মর্যাদা দিতে পারে না। মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষই যথার্থ মানুষ। মনের দিক থেকে মহৎ ও উন্নত হলেই মানুষ সমাদর পায়— ধন, ক্ষমতা বা পদের দাবিতে নয়।

৫০

সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে ব্যবহার বন্ধ করিয়া, দুইবেলা দুই মুঠা ভাত বেশি করিয়া খাইয়া নিদ্রা দিলেই তো চলিবে না। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে দেনা-পাওনা করিয়া তবে আমরা মানুষ হইতে পারিব। যে জাতি তাহা না করিবে, বর্তমানকালে সে টিকিতে পারিবে না। তাই আমাদের দেশে চাষের ক্ষেত্রের উপর সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানের আলো ফেলিবার দিন আসিয়াছে। আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই। আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে। আজ শুধু চাষীর লাঙ্গলের ফলার সঙ্গে আমাদের দেশের মাটির সংযোগ যথেষ্ট নয়, সমস্ত দেশের বুদ্ধির সঙ্গে, বিদ্যার সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাহার সংযোগ হওয়া চাই।

সারাংশ ঃ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়া পৃথিবীর অপরাপর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে কেউ বড় হতে পারে না। বর্তমান বিশ্বের টিকে থাকার জন্য এই সহযোগিতা দরকার। চাষীর শ্রম আর বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্মিলন ঘটলেই যথার্থ অগ্রগতি সম্ভব।

৫১

প্রতিভাও আছে দুই শ্রেণীর। এক— যাহাদিগকে তেমন কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যে দিয়া যাইতে হয় নাই, যাহারা কেবল অবলীলাক্রমে হাসিতে হাসিতেই যেন পাহাড় পর্বত হটাইয়া চলিয়াছেন, গহীন অরণ্যের স্থলে এক মুহূর্ত ইন্দ্রপুরী রচিয়া দিয়াছেন, আর যাহারা চলিয়াছেন যেন সাধারণ মানুষের মত ধীরে ধীরে পদে পদে যুক্ত করিয়া, পঞ্চাগ্নির তাপে পুড়িয়া পুড়িয়া একদিকে সেক্সপীয়ার আর একদিকে বাল্মিকি। যে প্রতিভাকে আমাদের মতনই পরিশ্রম করিতে হইয়াছে দেখিতেছি তাহাকে নিম্নতর শ্রেণীর বলিয়া মনে হওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়, কারণ মূল শক্তিটি উভয়ের মধ্যে একটু তারতম্য, কিন্তু বিকাশের প্রণালীতে দুইজনেই চলিয়াছেন বিজ্ঞানের সে তৃতীয় শক্তির প্রেরণায়। একজন গোড়া হইতেই সে শক্তি পূর্ণ অধিকার করিয়াছেন, আর একজন একটা বিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিয়া সে শক্তি পাইয়াছেন। দুইজনকে জন্মসিদ্ধ বলা যাইতে পারে। একজনের সিদ্ধি প্রথম হইতে বা অকস্মাৎ ফুটিয়াছে আর এক জনের তাহা ক্রমবিকশিত হইয়া দেখা দিয়াছে।

সারাংশ ঃ প্রতিভা দু ধরনের। একজন প্রথম থেকেই অবলীলায় প্রতিভার ক্ষেত্রে দিগ্বিজয়ী। অপর জন সহস্র বাধা অতিক্রম করে জয়ী হন। উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যায় না। কারণ বিকাশের পথে বিভিন্নতা থাকলেও পরিণতিতে উভয়ে সমান।

৫২

মানুষের এক বড় সৃষ্টি তার সাহিত্য। তার বৈচিত্র্যময় জীবনের অনন্ত ধারা দিয়ে মানুষ সাহিত্যের নানা শাখাকে রসে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। যুগ যুগ ধরে মানুষের এই অনন্তজীবনের সাধনা চলছে। এ সাধনার শেষ নেই, এর চরম বিকাশ নেই। মানুষের মনোরাজ্যের লীলাখেলার কল্পলোকের বিচিত্র সুর ধ্বনিত হয়েছে। সাহিত্য সৃষ্টির গোড়া মানুষের চিন্তা রাজ্যের এই জয়যাত্রা রুদ্ধ হতে পারে না। যেখানে যে মানুষের মধ্যে এই চিন্তার স্রোত রুদ্ধ হয়ে এসেছে, সেখানে তার জীবনও স্থবির হয়ে গেছে। গতিহীন যে স্রোত সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে না তার অকাল মৃত্যু অনিবার্য।

সারাংশ ঃ সাহিত্য মানুষের মহৎ সৃষ্টি। অনন্তকাল ধরে মানুষ যা চিন্তা-ভাবনা করছে তা ফুটে ওঠে সাহিত্যে। মানুষের চিন্তার ধারা চিরকাল চলতেই থাকবে। আর এই ধারা যদি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বন্ধ হয়ে যায় তবে মানুষের যেন মৃত্যু ঘটবে।

৫৩

যে নিয়মটা চলিয়া আসিয়াছে অথবা চলিতেছে তাহাই প্রথা। সাধারণ মানুষের জীবন প্রথার চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ, তাহাকে ডিঙ্গাইয়া চলা তাহার পক্ষে সাধ্যাতীত। কিন্তু প্রতিভাবান মানুষ, বীর্যবান চিত্ত, কখনও প্রথার দাসত্বকে স্বীকার করে না। সে নিজের জ্ঞান বুদ্ধির আলোকে নিজের পথ নিজে ক্লিয়ার করিয়া লয়; তাহার নব নব সৃষ্টির আলোকে অতীতের অকেজো প্রথা, যাহা শুধু কালের নীরবতার ধ্বজা ধরিয়া মানুষের মনের উপর মুরুব্বিয়ানা করিতেছে, নিষ্প্রভ হইয়া যায়। সাধারণ মানুষ অনুকরণ করে, বিচার করিবার শক্তি তাহার নাই। তাই যখন কোন নতুন সমস্যা উদয় হয় তখন, Tradition নিয়ম ইত্যাদির দোহাই পাড়ে। কিন্তু সবলচিত্ত মানুষ প্রথার মোহ এড়াইয়া চলে। তার জ্ঞানের কষ্টিপাথরে সে দোষগুণ যাচাই করিয়া লয়, তার সৃজনী শক্তি জীবনের বিচিত্র ভঙ্গিমায় সময়োপযোগী পথ কাটিয়া লয়।

সারাংশ ঃ সাধারণ মানুষের জীবন গতানুগতিকতায় আবদ্ধ। কিন্তু প্রতিভাশালী মানুষ সাহসী এবং সে নিজের শক্তি দিয়ে প্রথার বাধা অতিক্রম করে প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। সাধারণ মানুষ বুদ্ধির অভাবে অনুকরণ করে। সেখানে প্রতিভা সৃজনী শক্তি দিয়ে নতুন পথ তৈরি করে নেয়।

৫৪

যাহা জ্ঞানের কথা, তাহা প্রচার হইয়া গেলেও তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়া শেষ হইয়া যায়। মানুষের জ্ঞান সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কারের দ্বারা পুরাতন আবিষ্কার আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। কাল যাহা পণ্ডিতের অগম্য ছিল আজ তাহা অর্বাচীন বালকের কাছেও নূতন নহে। যে সত্য নূতন বেশে বিপ্লব আনয়ন করে, সেই সত্য পুরাতন বেশে বিস্ময় মাত্র উদ্রেক করে না। আজ যে সকল তত্ত্ব সবের নিকট পরিচিত কোন কালে যে তাহা পণ্ডিতের নিকটেও বিস্তর বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহাই লোকের কাছে আশ্চর্য বলিয়া মনে হয়।

সারাংশ ঃ জ্ঞানের কথা একবার প্রচারিত হলে তার উদ্দেশ্য সফল হয়। তখন আর তার আকর্ষণ থাকে না। যে আবিষ্কার প্রথমে সাড়া জাগায় তা কালের পরিবর্তনে পুরানো হয়ে যায়। তখন তার প্রতি কৌতূহল থাকে না।

৫৫

যে মনে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, উচ্চ আদর্শ নাই, সে মনে তেজও নাই। যে গাছে রোদ বৃষ্টি লাগে না, তাহা আরামে থাকতে পারে বটে কিন্তু সে আরামে কেবল দুর্বলতা বাড়িয়া যায়। আমাদের জাতির মনে পার্থিব কোন প্রকার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতির কোন প্রবাহ নাই। এজন্য আমাদের উচ্চ শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যেও তেমন বিশেষ তেজ, সাহস বা প্রতিভা দেখা যায় না। আমাদিগকে প্রাণপণ চেষ্টায় আমাদের বালক-বালিকাদের মনে স্বজাতির শ্রেষ্ঠত্ব লাভের শক্তিতে বিশ্বাসী এবং অন্যদিকে জাতির উন্নতির চরম ও পরম লক্ষ্যে মাতোয়ারা করিতে হইবে। আমাদের সন্তানদের মনে একবার আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই তাহারা তাহাদের গন্তব্য পথ তাহা যতই বিঘ্নবহুল ও বিপদসংকুল হউক না কেন, যতই দুর্গম ও দুরারোহ হউক না কেন তাহা ধরিয়াই তাহারা প্রতিষ্ঠার স্বর্ণশিখরে উপস্থিত হইবে।

সারাংশ ঃ উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের অভাবে জাতি শক্তিহীন হয়ে পড়ে। উচ্চ শিক্ষিতেরাও এর অভাবে প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে না। শিশুদের মধ্যে স্বজাতির গৌরব দিয়ে যদি আত্মবিশ্বাস জাগানো যায় তাহলে তারা সকল বাধা অতিক্রম করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে।

৫৬

অতীতকে ভুলে যাও। অতীতের দুশ্চিন্তার ভার অতীতকেই নিতে হবে। অতীতের কথা ভেবে ভেবে অনেক বোকাই মরেছে। আগামীকালের বোঝা অতীতের বোঝার সঙ্গে মিলে আজকের বোঝা সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়। ভবিষ্যতকেও অতীতের মত দৃঢ়ভাবে দূরে সরিয়ে দাও। আজই তো ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ কাল বলে কিছু নেই। মানুষের মুক্তির দিন তো আজই। আজই ভবিষ্যতের কথা যে ভাবতে বসে সে ভোগে শক্তিহীনতায়, মানসিক দুশ্চিন্তায় ও স্নায়ুবিক দুর্বলতায়। অতএব, অতীতের এবং ভবিষ্যতের দরজায় আগল লাগাও— আর শুরু কর দৈনিক জীবন নিয়ে বাঁচতে।

সারাংশ ঃ অতীতের কথা না ভেবে চলার পথ সহজ করতে হবে। তেমনি ভবিষ্যতের ভাবনা থেকেও দূরে থাকতে হবে। বর্তমানই সর্বোত্তম সময়। বর্তমানের সাধনাতেই মানুষের মুক্তি। তাই অতীত ও ভবিষ্যতের কথা না ভেবে বর্তমানকেই গুরুত্ব দিতে হবে।

৫৭

মানুষের মূল্য কোথায় ? চরিত্র, মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ও কর্মে। বস্তুত চরিত্র বলেই মানুষের জীবনে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে হবে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার আর কিছুই নেই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাপ্য হয়, সে শুধু চরিত্রের জন্য। অন্য কোন কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে নত হবার দরকার নেই।

জগতে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁদের গৌরবের মূলে এই চরিত্র শক্তি। তুমি চরিত্রবান লোক, এই কথার অর্থ এই নয় যে তুমি শুধু লম্পট নও। তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ কর; তুমি পরদুঃখকাতর, ন্যায়বান এবং মানুষের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয়। চরিত্রবান মানে এই।

সারাংশ ঃ চরিত্র, মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ও কর্মে মানুষের মূল্য বিবেচ্য। তবে তার মধ্যে চরিত্রই শ্রেষ্ঠ। চরিত্র দিয়েই অপরের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা যায়। চরিত্রবান বলতে সত্যবাদী, বিনয়ী, জ্ঞানী, পরোপকারী, ন্যায়বান ও স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তিকে বোঝায়।

৫৮

মুখে অনেকেই টাকা অতি তুচ্ছ, অর্থ অনর্থের মূল বলে থাকেন। কিন্তু জগৎ এমনি ভয়ানক স্থান যে, টাকা না থাকলে তার স্থান কোথাও নেই; সমাজে নেই, স্বজাতির নিকটে, জ্ঞাতি, ভ্রাতা-ভগিনীর নিকটে কোথাও কথাটির প্রত্যাশা নেই। স্ত্রীর ন্যায় ভালবাসে বলতো জগতে আর কে আছে ? টাকা না থাকলে অমন অকৃত্রিম ভালবাসারও আশা নেই। কারও নিকট সম্মান নেই। টাকা না থাকলে রাজায় চিনে না, সাধারণে মান্য করে না, বিপদে জ্ঞান থাকে না। জন্মমাত্র টাকা, জীবনে টাকা, জীবনান্তেও টাকা, জগতে টাকারই খেলা।

সারাংশ ঃ টাকাকে অনেকে তুচ্ছ ভাবলেও টাকার গুরুত্ব আসলে বেশি। টাকা না থাকলে সামাজিক সম্মান ও পারিবারিক মর্যাদা মিলে না। টাকার অভাবে জীবন হয় সংকটময়। জগতে আজীবন টাকারই প্রয়োজন।

৫৯

তুমি জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করিতে চাও? ভাল কথা। কিন্তু সেজন্য তোমাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হইবে। মহৎ কিছু লাভ করিতে হইলে কঠোর সাধনার দরকার। তোমাকে অনেক দুঃখ সহ্য করিতে হইবে। অনেক বিপদ-আপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। এই সব তুচ্ছ করিয়া যদি তুমি লক্ষ্যের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে পার তবে তোমার জীবন সুন্দর হইবে। আরও আছে, তোমার ভিতরে এক 'আমি' আছে। সে বড় দুরন্ত। তাহার স্বভাব পশুর মত বর্বর ও উচ্ছৃঙ্খল। সে কেবল ভোগ-বিলাস চায়, সে বড় লোভী। এই 'আমি' জয় করিতে হইবে। তবেই তোমার জীবন সুন্দর ও সার্থক হইয়া উঠিবে।

সারাংশ ঃ জীবন সার্থক ও সুন্দর করার জন্য কঠোর পরিশ্রম দরকার। অনেক দুঃখ সহ্য করে, বিপদ অতিক্রম করে সাধনার মাধ্যমে মহৎ কিছু করা যায়। জীবনে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। লোভ ও অহংকার জয় করতে হবে। তবেই জীবন সুন্দর হবে, হবে সার্থক।

৬০

ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ক্রোধ মানুষের মনুষ্যত্ব নাশ করে। যে লোমহর্ষক কাণ্ডগুলি পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছে, তাহার মূলেও রহিয়াছে ক্রোধ। ক্রোধ যে মানুষকে পশুভাবাপন্ন করে, তাহা একবার ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যে ব্যক্তির মুখখানা সর্বদা হাসিমাখা, উদারভাবে পরিপূর্ণ, দেখিলেই তোমার মনে আনন্দ ধরে না, একবার ক্রোধের সময় সেই মুখখানির দিকে তাকাইও ; দেখিবে, সে স্বর্গের সুষমা আর নাই— নরকাগ্নিতে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছে। সমস্ত মুখ কি এক কালিমায় ঢাকিয়া গিয়াছে। তখন তাহাকে আলিঙ্গন করা দূরে থাকুক, তাহার নিকটে যাইতেও ইচ্ছা হয় না। সুন্দরকে মুহূর্তের মধ্যে কুৎসিত করিতে অন্য কোন রিপু ক্রোধের ন্যায় কৃতকার্য হয় না।

সারাংশ ঃ ক্রোধ মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। লোমহর্ষক ঘটনার পেছনে ক্রোধ কাজ করে। ক্রোধ মানুষকে পশু করে তোলে। রাগের সময় মানুষের মুখে তা লক্ষ্য করা যায়। রাগী মানুষের মুখে সৌন্দর্য লোপ পায়। ক্রোধ সুন্দরকে কুৎসিত করে ফেলে।

অনুশীলনী

ক. নিম্নলিখিত অংশগুলোর সারমর্ম লেখ ঃ

১

দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ।
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙ্গিল যারা পাহাড়,
পাহাড় কাটা সে পথের দুপাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমাদের সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমাদের সেবিতে যার পবিত্র অঙ্গে লাগিল ধূলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান,
তাদেরই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।

২

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য করে, এই পুষ্পিত কাননে,
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরার প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত
বিরহ মিলন কত হাসি, অশ্রুময়
মানুষের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত
যদিগো রচিতে পারি অমর আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যতকাল
তোমাদেরই মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফোটাই।

৩

একদা ছিল না জুতা চরণ যুগলে
দহিল হৃদয় মম সেই ক্ষোভানলে।
ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে।
দেখি সেথা একজন পদ নাহি তার
অমনি জুতার খেদ ঘুচিল আমার।
পরের দুঃখের কথা করিলে চিন্তন
আপনার মনে দুঃখ থাকে কতক্ষণ।

৪

দৈন্য যদি আসে, আসুক, লজ্জা কিবা তাহে,
মাথা উঁচু রাখিস।
সুখের সাথী মুখের পানে যদি নাহি চাহে,
ধৈর্য ধরে থাকিস।
রুদ্ররূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস,
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে
ঊর্ধ্বে দু হাত বাড়াস।

৫

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা, হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন, পুণ্যচ্ছায়া রাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবার-ধান্যের মুষ্টি বল্কল-বসন,
মগ্ন হয়ে আত্ম মাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণ পিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব।
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার;
পরাণে স্পর্শিতে চাই—ছিঁড়িয়া বন্ধন,
অনন্ত এ জগতের হৃদয় স্পন্দন।

৬

খেয়া নৌকা পারাপার করে নদীস্রোতে,
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।
দুই তীরে দুই গ্রাম, আছে জানাশোনা,
সকাল হইতে সন্ধ্যা করে আনাগোনা।
পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব কত সর্বনাশ,
নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস,
রক্ত প্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে,
সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে।
সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা
উঠে কত হলাহল উঠে কত সুধা
শুধু হেথা দুই তীর, কে বা জানে নাম,
দোঁহা পানে চেয়ে চেয়ে দুইখানি গ্রাম।
এই খেলা চিরদিন চলে নদীস্রোতে,
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।

৭

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে—
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙ্গে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ় সম অর্থ তার ভোলে;
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।
ওরা কাজ করে
দেশ দেশান্তরে।

৮

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।
সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে
তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোন মতে।
যে জাতি চলে না কভু তারি পথ পরে
তন্ত্র-মন্ত্র-সংহিতায় চরণ না সরে।

৯

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর
ছুতোরের মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের।
আমি কবি ভাই কর্মের আর ধর্মের,
বিলাস বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে হায় নাই।

মাটি মাগে ভাই হালের আঘাত
সাগর মাগিছে হাল,
পাতালপুরীর বন্দিনী ধাতু
মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল।
দুরন্ত নদীর সেতু বন্ধনে বাঁধা যে পড়িতে চায়,
নেহারি মানুষের নিখিল মাধুরী
সময় নাই যে হায়।

১০

সময় মুছিয়া ফেলে সব এসে
সময়ের হাত
সৌন্দর্যেরে করে না আঘাত;
মানুষের মনে
যে সৌন্দর্য জন্ম লয়— শুকনো পাতার মত ঝরে নাক বনে।
ঝরে নাক বনে
নক্ষত্রও নিভে যায় মুছে যায় পৃথিবীর পুরাতন পথ
শেষ হয় কমলার ফুলবন বনের পর্বত;
মানুষের মনে
যে সৌন্দর্য জন্ম লয়—শুকনো পাতার মত ঝরে নাক বনে।

১১

জীবনের ছোট ছোট অলস নিমেষগুলি ঘিরে
যত খেলা প্রতিদিন, সবি এক ভুলের তিমিরে
বারে বারে কেবলি হারায়, তারপর শূন্য দিনে, বিষণ্ন রাত্রিতে
হারানো এ ক্ষণগুলি চাই ফিরে নিতে
খুঁজে ফিরি আকাশে— তারায়।
ছোট এই আয়ু, তবু বড় তার আনন্দের আশা,
ক্ষণিকের অনুভব ঘিরে তাই অফুরন্ত ভাষা।
হারানো নিমেষগুলি খুঁজে
মন তাই ঘুরে মরে জলে-স্থলে, নীলে ও সবুজে।

১২

নাগিনীরা দিকে দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

১৩

রানার! রানার!
এ বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে ?
রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে ?
ঘরেতে অভাব; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কাল ধোঁয়া,
পিঠেতে টাকার বোঝা, তবুও এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া।
রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে,
দস্যুর ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে।
কত চিঠি লেখে লোকে—
কত সুখে, প্রেমে, আবেগে, স্মৃতিতে, কত দুঃখে ও শোকে।
এর দুঃখের চিঠি পড়বে না জানি কেউ কোন দিনও,
এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ,
এর দুঃখের চিঠি পড়বে না কেউ শহরে ও গ্রামে,
এর কথা ঢাকা পড়ে থাকবেই কাল রাত্রির খামে।
দরদে তাহার চোখ কাঁপে মিটিমিটি,—
এ-কে যে ভোরের আকাশ পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি—
রানার! রানার! কি হবে এ বোঝা বয়ে?
কি হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ?
রানার! রানার! ভোর তো হয়েছে আকাশ হয়েছে লাল,
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল ?

১৪

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়—
এবার কঠিন কঠোর গদ্য আনো
পদলালিত্য-ঝংকার মুছে যাক,
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা, তোমায় দিলাম আজকে ছুটি
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়—
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

১৫

বনের পাখি বলে, 'আকাশ ঘন নীল
কোথাও বাধা নাহি তার।'
খাঁচার পাখি বলে, 'খাঁচাটি পরিপাটি
কেমন ঢাকা চারিধার।'
বনের পাখি বলে, 'আপনা ছাড়িয়া দাও
মেঘের মত একেবারে।'

খাঁচার পাখি বলে, 'নিরালা গৃহকোণে
ধরিয়া রাখো আপনারে।'
বনের পাখি বলে, 'না
সেথা কোথায় উড়িবারে পাই।'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায়
মেঘের কোথায় বসিবার ঠাঁই।'

১৬

এদেশ আমার চেনা দেশ,
আমারই আপন সত্তা, অফুরন্ত এর গাছে ঘাসে
আমার চোখের মুক্তি, প্রত্যহ টিলায় আনাগোনা,
ঝিরিঝিরি বালুকায় সর্বাঙ্গের নিত্য চেনাশোনা,
স্বচ্ছ ঝরণার মুখ, পান করি নিশ্বাসে নিশ্বাসে
আকণ্ঠ যে সুধা তাতে দিনরাত্রি মুক্ত, নিরুদ্দেশ
নিঃসঙ্গের মনপ্রাণ কেন্দ্রীভূত শরীরে শরীরে।
আমার পৃথিবী তুমি বিশিষ্টার বিচিত্র গভীরে ॥

১৭

বইতে পা লেগে গেলে আগে আমরা কপালে হাত ছোঁয়াতাম,
গায়ে পা ঠেকলেও এখন আমরা প্রণাম করি না,
এমন কাউকেই আমরা দেখছি না
যার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াতে পারি।
সরু করে বানাচ্ছি প্যান্ট
যাতে হাঁটু গেড়ে বসতে না হয়,
যাতে সারা দুনিয়াকে আমরা ভাল করে পা দেখাতে পারি।
আর শত্রুর চোখকে ফাঁকি দেব বলেই
আমাদের জামায় ফুল-লতা-পাতা কাটার ফৌজী ব্যবস্থা।
কেউ আমাদের আদর করে ভোলাতে এলে
আমরা কাঠপুতুলের মত ঠিকরে উঠি।
কানাকে কানা বলতে, খোঁড়াকে খোঁড়া বলতে
আমাদের মুখে একটুও আটকায় না।
ভদ্রতার মুখোশগুলো আমরা আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছি।

১৮

বিপুল এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীবন কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।

১৯

আগুনের তাপে শাঁড়াসির চাপে আমি চির নিরুপায়,
তবু সগর্বে ভুলি নি ফিরাতে প্রতি হাতুড়ির ঘায়।
যাহা অন্যায়, হোক না প্রবল, করিয়াছি প্রতিবাদ;
আমার বুকের কোমল অংশ, কে বলিল তারে খাদ,
তোমার হস্তে ইস্পাত হয়ে সহি শান, পান, পোড়,
রামের শত্রু শ্যামে কাটি যদি, তাতে কিবা সুখ মোর;
তোমার হাতের যন্ত্র যাহারা দিনরাত মরে খেটে,
না বুঝি চাতুরী, নেহাই হাতুড়ি ভাই হয়ে ভায়ে পেটে।

২০

জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান,
মাতা, ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে।
কত মায়ে দিল হৃদয় উপাড়ি, কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা ?
কোন কালে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়লক্ষ্মী নারী।

২১

সবারে বাসিব ভাল, করিব না আত্মপর ভেদ
সংসারে গড়িব এক নতুন সমাজ।
মানুষের সাথে কভু মানুষের রবে না বিচ্ছেদ—
সর্বত্র মৈত্রীর ভাব করিবে বিরাজ।
দেশে দেশে যুগে যুগে কত যুদ্ধ কত না সংঘাত,
মানুষে মানুষে হল কত হানাহানি।
এবার মোদের পুণ্যে সমুদিবে প্রেমের প্রভাত,
সোল্লাসে গাহিবে সবে সৌহার্দ্যের বাণী।

২২

সৃজন লীলার প্রথম হতে প্রভু,
ভাঙ্গাগড়া চলছে অনুক্ষণ,
পাখি জনম শাখী জনম হতে
রাখছ কথা, শুনছ নিবেদন।
আজ কি হঠাৎ নিঠুর তুমি হবে
কান্না শুনে নীরব হয়ে রবে ?
এমন কভু হয় না তোমার ভবে,
মনে মনে বলছে আমার মন।

২৩

এই যে মায়ের অনাদরে ক্লিষ্ট শিশুগুলি
পরনে সেই ছেঁড়া কানি সারা গায়ে ধূলি
সারাদিনের অনাহারে শুষ্ক বদনখানি
ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষুণ্ন, তাতে জ্বরের ধুকধুকানি,
অযতনে বাছাদের হায়, পা গিয়েছে ফেটে,
ক্ষুদ বাটা তাও জুটে নাক, সারাটি দিন খেটে
এদের ফেলে ওগো ধনী ওগো দেশের রাজা
কেমন করে রোচে মুখে মণ্ডা মিঠাই খাজা ?
ক্ষুধায় কাতর যখন এরা দেখে তোমায় খেতে
সে কি নীরব যাঞ্চা করুণ ফোটে নয়নেতে
তা দেখে ছিঃ অকাতরে কেমনে গেল অন্ন ?
দাঁড়িয়ে পাশে ভুখা শিশু ধূলিধূসর বর্ণ।

২৪

তরুতলে বসি পান্থ শ্রান্তি করে দূর
ফল আস্বাদনে পায় আনন্দ প্রচুর।
বিদায়ের কালে হাতে ডাল ভেঙ্গে লয়,
তরু তবু অকাতর— কিছু নাহি কয়।
দুর্লভ মানব জন্ম পেয়েছ যখন,
তরুর আদর্শ কর জীবনে গ্রহণ।
পরার্থে আপন সুখ দিয়া বিসর্জন
তুমিও হওগো ধন্য তরুর মতন।
জড় ভেবে তাহাদের করিও না ভুল
তুলনায় বড় তারা মহত্ত্বে অতুল।

২৫

হায় হায় জনমিয়া যদি না ফুটালে
একটি কুসুমকলি নয়ন কিরণে,
একটি জীবনব্যথা যদি না জুড়ালে,
বুক ভরা প্রেম ঢেলে, বিফল জীবনে,
আপনা রাখিলে ব্যর্থ জীবন সাধনা,
জনম বিশ্বের তরে পরার্থে কামনা।

খ. নিম্নলিখিত অংশগুলোর সারাংশ লেখ ঃ

১

অভ্যাস ভয়ানক জিনিস— একে হঠাৎ স্বভাব থেকে তুলে ফেলা কঠিন। মানুষ হবার সাধনাতেও তোমাকে সহিষ্ণু হতে হবে। সত্যবাদী হতে চাও? তাহলে ঠিক কর সপ্তাহে অন্তত একদিন মিথ্যা বলবে না। ছ মাস ধরে এমনি করে নিজে সত্য কথা বলতে অভ্যাস কর। তারপর এক শুভ দিনে আর একবার প্রতিজ্ঞা কর, সপ্তাহে তুমি দু দিন মিথ্যা বলবে না। এক বছর পরে দেখবে সত্য কথা বলা তোমার কাছে অনেকটা সহজ হয়ে পড়েছে। সাধনা করতে করতে এমন একদিন আসবে যখন ইচ্ছা করলেও মিথ্যা বলতে পারবে না। নিজেকে মানুষ করার চেষ্টায় পাপ ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামে তুমি হঠাৎ জয়ী হতে কখনও ইচ্ছা করো না— তাহলে সব পণ্ড হবে।

২

জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ হাসি ও আনন্দ। যার প্রত্যেক কাজে আনন্দ স্ফূর্তি তার চেয়ে সুখী আর কেউ নয়। জীবনে যে পুরোপুরি আনন্দ ভোগ করতে জানে আমি তাকে বরণ করি। স্থূল দৈনন্দিন কাজের ভেতর সে এমন একটা কিছুর সন্ধান পেয়েছে যা তার নিজের জীবনকে সুন্দর ও শোভনীয় করেছে এবং পারিপার্শ্বিক দশজনের জীবনকে উপভোগ্য করে তুলেছে। এই যে এমন একটা জীবনের সন্ধান যার ফলে সংসারকে মরুভূমি বোধ না হয়ে ফুল বাগান বলে মনে হয়, সে সন্ধান সকলের মেলে না। যার মেলে সে পরম ভাগ্যবান। এরূপ লোকের সংখ্যা যেখানে বেশি সেখান থেকে কলুষ বর্বরতা আপনা আপনি দূরে পালায়। সেখানে প্রেম, পবিত্রতা সর্বদা বিরাজ করে।

৩

একজন সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁর অনুচরদের ডেকে বলেছিলেন, নিজেদের চেয়ে শত্রুপক্ষের সৈন্যকে ভাল করে চিনে রেখো, যুদ্ধ জয়ের অর্ধেক সেখানেই। যে চিকিৎসক ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রামে চলেছেন, তাঁকে এই কথাটা ভাল করে মনে রাখতে হবে। মানুষের সকল শত্রুর বড় শত্রু হল ওই সব জীবাণু। তারা আড়ালে থাকে, অনেক তোড়জোড় করে তাদের খুঁজে বের করতে হয়, তাদের রীতিনীতির পরিচয় পেতে হয়, তাদের ধ্বংসের উপায় ঠিক করতে হয়।

৪

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী। জগতের অন্যান্য প্রাণীর সহিত মানুষের পার্থক্যের কারণ— মানুষ বিবেক ও বুদ্ধির অধিকারী। এই বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞান নাই বলিয়া আর সকল প্রাণী মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ জগতের বুকে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়াছে, জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছে; পশু বল ও অর্থ বল মানুষকে বড় বা মহৎ করিতে পারে না। মানুষ বড় হয় জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের বিকাশে। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশে জাতির জীবন উন্নত হয়। প্রকৃত মানুষই জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন আনয়নে সক্ষম।

৫

প্রাচীন যুগে জ্ঞানার্জন আজিকার মত এমন সস্তা ছিল না। জ্ঞান ছিল সাধনার সামগ্রী। সে সাধনার ছাত্র মাত্রকেই শ্রম স্বীকার করিয়া উহা সঞ্চয় করিতে হইত। শুক্তির মত সে জ্ঞান ধীরে ধীরে জমাট বাঁধিয়া মুক্তাতে পরিণত হইত। মুক্তার কদর মানুষ করিত জ্ঞানে, জ্ঞানীর কদরও তাহারা করিত। ফলে প্রবাদ বাক্য রচিত হইয়াছিল— বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে। যুগের হাওয়ায় সে জ্ঞান তপস্যার পাদপীঠ হইতে বাজারে আসিয়া আস্তানা গড়িয়াছে। লোকে পয়সার বদৌলতে তাহা আহরণ করিয়া কৃতবিদ্য হইতেছে। কিন্তু ইহার ফলে বিদ্যার অন্তঃপ্রভা বিলুপ্ত হইয়াছে, যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে তাহা বাহ্যিক চাকচিক্য মাত্র।

৬

রূপলোক ও রসলোকে আমাদের উন্নীত করতে পারে শিক্ষা। তাই শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য এবং সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য মনের চোখ ও রসনা সৃষ্টি করা। যেখানে তা হয়নি সেখানে শিক্ষা ব্যর্থ। মনুষ্যত্বের সাধনা জীবনে লঘুভার হওয়ার সাধনা, আর প্রেম, সৌন্দর্য ও আনন্দের তাগিদেই আমরা লঘুভার হতে পারি। শিক্ষা আমাদের এই প্রেম-সৌন্দর্য ও আনন্দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে মনুষ্যত্বের সাধনা তথা জীবনে লঘুভার হওয়ার সাধনায় সহায়তা করে। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর রূপ ও রসের জন্য কল্যাণ,— কল্যাণের জন্য রূপ ও রস নয়,—এই বোধ থাকে না বলে শিল্প সাহিত্যের এত অপব্যবহার ঘটে। শিক্ষার কাজ সেই মানুষটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

৭

শ্রমকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ কর। কালি-ধূলার মাঝে, রৌদ্র-বৃষ্টিতে কাজের ডাকে নেমে যাও। বাবু হয়ে ছায়ায় পাখার তলে থাকবার দরকার নাই। এ হচ্ছে মৃত্যুর আয়োজন। কাজের ভিতর কুবুদ্ধি কুমতলব মানবচিত্তে বাসা বাঁধতে পারে না। কাজে শরীরে সামর্থ্য জন্মে, স্বাস্থ্য, শক্তি, আনন্দ, স্ফূর্তি সকলই লাভ হয়। পরিশ্রমের পর যে অবকাশ লাভ হয় তা পরম আনন্দের অবকাশ। তখন কৃত্রিম আয়োজন করে আনন্দ করবার কোন প্রয়োজন হয় না। শুধু চিন্তা দ্বারা জগতের হিতসাধন হয় না। মানব-সমাজে মানুষের সঙ্গে কাজে, রাস্তায়, কারখানায় মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে মানুষ নিজেকে পূর্ণ করে।

৮

মূল্যবোধের অভাবের দরুন আমরা আসলকে নকল, নকলকে আসল, লক্ষ্যকে উপায়, উপায়কে লক্ষ্য মনে করছি। তাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে। কোন জিনিসের ওপর কোন জিনিস স্থাপিত হওয়া দরকার, কোনটা জীবনের পাদপীঠ, কোনটা শিরোপা, তা বুঝতে পারা যাচ্ছে না বলে জীবনকে শিল্পের মত ধাপে ধাপে সাজিয়ে তোলা যাচ্ছে না। ফলে, অন্নবস্ত্রের আয়োজন আনন্দ উপভোগের উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকেরা যখন সৌন্দর্য ও আনন্দের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, তখন বিজ্ঞের মত বলে থাকে ঃ একটু আনন্দ উপভোগ না করলে কর্ম-উদ্যম বজায় থাকবে কি করে ? আর,

কর্ম-উদ্যম বজায় না থাকলে জগতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবে কিভাবে ? যেন কর্ম-উদ্যম বজায় রাখার জন্যই আনন্দের প্রয়োজন, তার নিজস্ব কোন সার্থকতা নেই। উপায়কে লক্ষ্য করে আর লক্ষ্যকে উপায় করে দেখার এ চমৎকার নিদর্শন। বিজ্ঞম্যরা 'আনন্দ' কথাটা ব্যবহার করে বটে, কিন্তু আসলে তারা যা বুঝতে বা বোঝাতে চান, তা হল স্ফূর্তি। জীবনের গভীরতার সঙ্গে পরিচয় নেই বলেই, আনন্দ যে কি বস্তু, তা তারা ধারণা করতে পারে না। পারলে, তাকে উপায় না করে লক্ষ্যই করত।

৯

পরীক্ষা পাশ করিবার এইরূপ হাস্যোদ্দীপক উন্মত্ততা পৃথিবীর আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা এদেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া জ্ঞানী ও গুণী হইয়াছি বলিয়া অহংকারে স্ফীত হই, অপরাপর দেশে সেই সময়েই প্রকৃত জ্ঞান চর্চার কাল আরম্ভ হয়। কারণ সে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ আছে। তাহারা একথা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে বাহির হওয়ার পরই জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি। সুতরাং আমরা জ্ঞানমন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি, অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি না দেখিয়াই ক্ষুণ্ন মনে প্রত্যাবর্তন করি।

১০

এ জগতে যিনি উঠেন, তিনি সাধারণের মধ্যে জন্মিয়া সাধারণের মধ্যে পড়িয়া সাধারণের উপর মস্তক তুলিয়া দাঁড়ান। তিনি অভ্যন্তরীণ মাল-মশলার সাহায্যেই বড় হইয়া থাকেন। কৃশকায় লতা যেমন যষ্ঠির সাহায্যে মাচার উপর উঠে, তেমনি কোন্ কাপুরুষ, কোন্ অলস শ্রমকাতার মানুষ, কেবলমাত্র অপরের সাহায্যে এ জগতে প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন ? এ জগতে উঠিয়া-পড়িয়া, রহিয়া-সহিয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া মানুষ হইতে হয়। ইহা ছাড়া মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব লাভের অন্য পথ নাই।

১১

যে সকল জিনিস অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে সুর, রং, ইঙ্গিত প্রার্থনা করে, যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী। তাহা আকারে-প্রকারে, ভাবে-ভাষায়, সুরে-ছন্দে মিলিয়া তবেই বাঁচিতে পারে। তাহা মানুষের একান্ত আপনার। তাহা আবিষ্কার নহে, অনুকরণ নহে, তাহা সৃষ্টি।

১২

জীবন বৃক্ষের শাখায় যে ফুল ফোটে তা-ই মনুষ্যত্ব। বৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালতে হবে এই ফুলের দিকে লক্ষ্য রেখে। শুধু শুধু মাটির রস টেনে গাছটা মোটাসোটা হয়ে উঠবে এই ভেবে কোন মালী গাছের গোড়ায় জল ঢালে না। সমাজ ব্যবস্থাকেও ঠিক করতে হবে মানুষকে খাইয়ে দাইয়ে মোটা করে তুলবার জন্য নয়, মানুষের অন্তরে মূল্যবোধ তথা সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দ সম্বন্ধে চেতনা জাগিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে। যখন এই চেতনা মানুষের চিত্তে জাগে তখন এক আধ্যাত্মিক সুষমায় তার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তারই প্রতিফলনে সমস্ত জগৎ আলোকময় হয়ে দেখা দেয়। ফলে মানুষ ইতর জীবনের গুরুভার থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেকে লঘুপক্ষ প্রজাপতির মত হালকা মনে করে।

১৩

কথায় কথায় মিথ্যাচরণ, বাক্যের মূল্যকে অশ্রদ্ধা করা, এসব সত্যনিষ্ঠ জাতির স্বাধীনতার লক্ষণ নয়। স্বাধীন হবার জন্য যেমন সাধনার প্রয়োজন, তেমনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতা। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধহীন জাতি যতই চেষ্টা করুক তাদের আবেদন নিবেদন, আল্লাহর কাছে পৌঁছবে না, তাদের স্বাধীনতার মন্দির দ্বার থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হবে। যে জাতির অধিকাংশ ব্যক্তি মিথ্যাচারী, সেখানে দু-একজন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির বহু বিড়ম্বনা সহ্য করতে হবে। কিন্তু মানব কল্যাণের জন্য এবং সত্যের জন্য যে বিড়ম্বনা ও নিগ্রহ তা সহ্য করতে হবে।

১৪

মানুষের নানা চাওয়া আছে, সেই চাওয়ার মধ্যে একটি হচ্ছে খাবার জন্য এই মাছকে চাওয়া। কিন্তু তার চেয়ে তার বড়ো চাওয়া, বিশ্বের সঙ্গে সাহিত্য অর্থাৎ সম্মিলন চাওয়া— নদীতীরে সেই সূর্যাস্ত-আলোকে মহিমান্বিত দিবাবসানকে সমস্ত মনের সঙ্গে মিলিত করতে চাওয়া। এই চাওয়া আপনার অবরোধের মধ্য থেকে আপনাকে বাহিরে আনতে চাওয়া। বক

দাঁড়িয়ে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বনের প্রান্তে সরোবরের তটে, সূর্য উঠছে আকাশে, আরক্ত রশ্মির স্পর্শপাতে জ্বলে উঠছে ঝলমল করে— এই দৃশ্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্মিলিত আপনার মনটিকে ঐ বক কি চাইতে জানে? এই আশ্চর্য চাওয়ার প্রকাশ মানুষের সাহিত্যে। যে মানুষ সাহিত্য সংগীত-কলাবিহীন সে পশু, কেবল তার পুচ্ছ-বিষাণ নেই এইমাত্র প্রভেদ। পশুপক্ষীর চৈতন্য প্রধানত আপন জীবিকার মধ্যে বদ্ধ— মানুষের চৈতন্য বিশ্বে মুক্তির পথ তৈরি করেছে, বিশ্বে প্রসারিত করেছে নিজেকে, সাহিত্য তারই একটি বড়ো পথ।

১৫

পৃথিবীতে যাহার দিকে তাকাও দেখিবে সে নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট। দরিদ্র কিসে ধনী হইবে সেই চিন্তায় উদ্বিগ্ন, ধনী চোর-ডাকাতের ভয়ে ত্রস্ত। রাজা শত্রুর ভয়ে ভীত। এক কথায়, পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, যে পূর্ণ সুখে সুখী। অথচ কৌতুকের বিষয় এই পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতেও কেহ প্রস্তুত নহে। মৃত্যুর নাম শুনিলেই দেখি মানুষের মুখ শুকাইয়া যায়। মানুষ যতই দরিদ্র হউক, সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাহাকে অনাহারে কাল কাটাইতে হউক, পৃথিবীর কোন আরাম যদি তাহার ভাগ্যে না থাকে তথাপি সে মৃত্যুকে চাহে না। সে যদি কঠিন পীড়ায় পীড়িত হয়, শয্যা হইতে উঠিবার শক্তিও না থাকে, তথাপি সে মৃত্যুর প্রার্থী হইবে না। কে না জানে যে, শত বৎসরের পরমায়ু থাকিলেও তাহাকে একদিন না একদিন মরিতে হইবে।

১৬

আজকাল পোশাক-পরিচ্ছদে অনেকেই ভদ্রলোক সাজে। বড়ই পরিতাপের বিষয়, প্রকৃত ভদ্রলোক কে সে বিষয়ে কেউ অনুসন্ধান করে দেখতে চায় না। ভদ্র পোশাকে কত যে অসাধু ভদ্র সাজে তার ইয়ত্তা নেই। মন যার উদার, আচার-আচরণে যিনি সৌজন্যপরায়ণ, ন্যায়, সত্য ও ধর্ম যার ভূষণ, যিনি অপরের মনে কখনও কোন কারণে ব্যথা দেন না তিনিই সত্যিকারের ভদ্রলোক। বসন্ত সখা কোকিল বসন্ত সমাগমে তার সুমধুর কলকণ্ঠের সঙ্গীতে চারদিক আমোদিত করে। কিন্তু বর্ষার আগমনে ভেকের দল যখন কোরাস সঙ্গীত গাইতে থাকে, তখন স্বীয় মর্যাদা রক্ষায় কোকিল প্রবাসী হয়। তদ্রূপ যিনি ভদ্র, মহৎ ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন তিনি প্রতিকূল অবস্থায় ন্যায় ও সত্য রক্ষার্থে সাধারণ মানুষ থেকে দূরে থাকেন।

১৭

গানের সহিত বাজনার মিল না থাকিলে গান বাজনা শুনিতে ভাল লাগে না। কবিতা আবৃত্তি করিবার সময় ছন্দের তাল রক্ষিত না হইলে আবৃত্তি শ্রুতিমধুর হয় না। তাল বা ছন্দ একটি বড় জিনিস। আমরা স্বভাবত চলিতে ফিরিতে, গান বাজনা করিতে, কবিতা পড়িতে তাহা মানিয়া চলি। সিঁড়ির ধাপ যদি এলোমেলো বা অসমান হয়, তাহা হইলে চলার গতি ব্যাহত হয়, উপরে আরোহণ করিতে কষ্ট হয়। শুধু চলার নহে, বলারও তাল আছে। প্রতি কাজেই এই তাল যাহাতে সঠিক থাকে, তাহাব দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত, তাহাতে জীবন স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিবে।

১৮

খুব ছোট ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যেমন সূর্যকে দেখা যায়, তেমনি ছোট ছোট কাজের ভিতর দিয়েও কোন ব্যক্তির চরিত্রের পরিচয় ফুটে উঠে। বস্তুত মর্যাদাপূর্ণভাবে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন ছোট ছোট কাজেই চরিত্রের পরিচয়। অন্যের প্রতি আমাদের ব্যবহার কিরূপ তাহাই হচ্ছে আমাদের চরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা। বড়, ছোট ও সমতুল্যের প্রতি সুশোভন ব্যবহার আনন্দের নিরবচ্ছিন্ন উৎস।

১৯

অপরের জন্য তুমি প্রাণ দাও— আমি বলতে চাইনে। অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর কর। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটুখানি মিষ্টি কথা বল। পথের অসহায় মানুষটার দিকে একটু করুণ কটাক্ষ নিক্ষেপ কর— তাহলেই অনেক হবে। চরিত্রবান মনুষ্যত্ব সম্পন্ন মানুষ নিজের চেয়ে পরের অভাবে বেশি অধীর হন। পরের দুঃখ ঢেকে রাখতে গৌরব বোধ করেন।

২০

সুন্দর হওয়ার অর্থ কেবল গায়ের রঙটি ফর্সা, কোঁকড়ানো চুল আর টানা চক্ষুই নয়। যাহার যেমন চেহারা থাকুক, তাহাকে থাকিতে হইবে পরিচ্ছন্ন। দাঁত মাজিয়া ঝকঝকে রাখ, জামাকাপড় যাহার যেমন আছে, সুন্দর করিয়া সেগুলি পর। তাহা হইলে তুমি দেখিতে সুন্দর হইবে। কিন্তু সুন্দর হওয়ার বড় কথা হইতেছে চরিত্র। ফুল দেখিতে ভারি সুন্দর— তোমার চক্ষু জুড়াইয়া যায় ফুল দেখিয়া। ফুলের গন্ধটা আবার আরও চমৎকার। তোমার মন ভরিয়া উঠে উহার গন্ধে। কেবল দেখিতেই যদি সুন্দর হইত, সুন্দর গন্ধ যদি ইহার না থাকিত, তুমি কি ফুলকে এত আদর করিতে ?

২১

নিষ্ঠুর ও কঠিন মুখ শয়তানের। কখনও নিষ্ঠুর বাক্যে প্রেম ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা হয় না। কঠিন ব্যবহারে ও রূঢ়তায় মানবাত্মার অধঃপতন হয়। সাফল্য কিছু হইলেও যে আত্মা দরিদ্র হইতে থাকে, সুযোগ পাইলেই সে আপন পশু স্বভাবের পরিচয় দেয়।

যে পরিবারের কর্তা ছোটদের সঙ্গে অতিশয় কদর্য ব্যবহার করে, সে পরিবারের প্রত্যেকের স্বভাব অতিশয় মন্দ হইতে থাকে। শিশুর প্রতি একটি নিষ্ঠুর কথা, এক একটা মায়াহীন ব্যবহার, তাহার মনুষ্যত্ব অনেকখানি রক্তের মত শুষে নেয়; পক্ষান্তরে স্নেহ-মমতা শিশুর মনুষ্যত্বকে সঞ্জীবিত করে। পরিবারের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। ইহাই পরিবারের প্রতি প্রেম।

২২

ভাই-ভগিনীর সম্বন্ধটি বড়ই সুমিষ্ট। শৈশব হতেই একত্র থাকা, একত্র শিক্ষা লাভ, একত্র সুখ-দুঃখ ভোগ, এই সকল কারণে ভাই-ভগিনীদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিলেও তাহাতে ঈর্ষা থাকে না। পরস্পরের মধ্যে সাহায্য দান থাকিলেও অহংকার থাকে না; পরস্পরের সহায়তা গ্রহণ থাকিলেও আত্মগ্লানি থাকে না। ভাই-ভগিনীদের সম্বন্ধটি মূলত সাম্য সম্বন্ধ এবং সকল অবস্থাতেই ঐ সাম্য ভাবটি উহাদিগের মনোমধ্যে জাগরূক থাকে। উহাদিগের মধ্যে কালক্রমে যিনি যত ছোট হউন, কখনও তাহার অন্তর্ভূত সাম্য-ভাবটি একেবারে অপনীত হইয়া যায় না। আমরা এক বাপ-মায়ের ছেলে, ভাই-ভগিনীরা কখনই এই কথাটি ভুলিতে পারে না এবং যাহারা ঐ কথাটি বিশিষ্টরূপেই স্মরণ রাখিতে পারে তাহারাই পরস্পরের প্রতি যাহা কর্তব্য তাহা প্রকৃষ্টরূপে সাধন করিতে পারে।

২৩

সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরের কোথাও পাছে ধূলা লাগে বলিয়া সংকুচিত, আনন্দ ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়; এইজন্য সুখের পক্ষে ধূলা হেয়, আনন্দের সঙ্গে ধূলা ভূষণ। সুখ পাছে কিছু হারায় বলিয়া ভীত, আনন্দ যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত। এই জন্যই সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য। সুখ ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে। আনন্দ সংহারের মূর্তির মধ্যে আপন সৌন্দর্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে। এইজন্য সুখ বাহিরের নিয়মের মধ্যে বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনি সৃষ্টি করে। সুখ সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে। আনন্দ দুঃখের বিষয়কে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে। এই জন্য কেবল ভালটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত— আর আনন্দের পক্ষে ভালমন্দ দুই-ই সমান।

২৪

বাংলাদেশ যে শস্যক্ষেত্র, এই সত্যের ওপর আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে হবে। বাংলার উন্নতি মানে কৃষির উন্নতি। এই উন্নতি অনেকে সাধন করতে চান সেরেফ জমিতে সার দিয়ে। তারা ভুলে যান যে কৃষকের শরীর-মন যদি অসার হয়, তাহলে জমিতে সার দিয়ে দেশের শ্রী কেউ ফিরিয়ে আনতে পারবে না। আমাদের দেশে যা দেদার পতিত রয়েছে, সে হচ্ছে মানবজমিন; আর আমরা যদি স্বদেশে সোনা ফলাতে চাই তা হলে আমাদের সর্বাগ্রে কর্তব্য হবে এই মানবজমিনের আবাদি করা এবং তার জন্য দেশের জনসাধারণের মনে রস ও দেহে রক্ত, এই দুই জোগাবার জন্য আমাদের যা-কিছু বিদ্যা-বুদ্ধি, যা-কিছু মনুষ্যত্ব আছে তার সাহায্য নিতে হবে।